রাঁচি, শুক্রবার
12:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>209 >>28 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০৯ >> << ২৮শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

ইমরানকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

ইসলামাবাদ ঃ ইমরান খানকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট।

ইমরান খানকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা বেআইনি। তাই তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। জানিয়ে দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ইমরান যেমন ইসলামাবাদ হাইকোর্টে তার আবেদন জানাতে গিয়েছিলেন, সেটা এবার করতে পারবেন। শুক্রবারই তিনি যেন হাইকোর্ট যান। সুপ্রিম কোর্টে ইমরান বলেন, তার মাথায় ডাণ্ডা মারা হয়েছে। কোনো অপরাধীকেও তা করা হয় না। ডাণ্ডা মারার পর তার কী হয়েছিল, মনে নেই। প্রদান বিচারপতি বলেন, ইমরানের গ্রেপ্তারি বেআইনি।

এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে পাকিস্তানের সময় সাড়ে চারটের মধ্যে আদালতে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ইসলামাবাদ পুলিশের আইজি আকবর নাসির খানকে এই নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

শেষপর্যন্ত স্থানীয় সময় পাঁচটা ৪৫ মিনিট নাগাদ ইমরানকে নিয়ে কনভয় সুপ্রিম কোর্টে ঢোকে। ইমরান ছিলেন কালো বুলেটপ্রুফ মার্সিডিজে। কনভয়ে আইজির গাড়িও ছিল। প্রায় গোটা ১৫ গাড়ির কনভয় বিচারপতিরা যে গেট দিয়ে ঢোকেন, সেখান দিয়ে ঢোকে। টিভির ক্যামেরা ইমরানের ছবি তুলতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের সরিয়ে দেয়।

ইমরান যখন সুপ্রিম কোর্টে ঢুকছেন, তখন তার মুখে ছিল একচিলতে হাসি। ইমরান আদালতে প্রবেশের পর কোর্টের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। শুনানি শেষ হওয়া এবং বিচারপতিদের নির্দেশের পর দরজা খোলে।

এর আগে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি উমর আতা বান্দিয়াল জানিয়েছিলেন, ইমরানকে যেভাবে আদালত চত্বর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা বিচারবিভাগের প্রতি ভয়ংকর অসম্মানজনক ঘটনা।

ইমরানকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় তার দল। বৃহস্পতিবার তার শুনানি শুরু হওয়ার পর ইমরানের আইনজীবী বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আগাম জামিনের মেয়াদ বাড়াবার জন্য আবেদন জানাতে এসেছিলেন। তিনি ভেরিফিকেশন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা না করলে আবেদন জানাতে পারতেন না। তখন জানালা ভেঙে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিচারপতিরা জানতে চান, কতজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল'? আইনজীবী জবাব দেন, ৯০ থেকে একশ। তারপরই প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘নিরাপত্তারক্ষীরা কী করে আইন নিজের হাতে নিতে পারে? অনুমতি ছাড়া তারা কীভাবে আদালত থেকে ইমরানকে গ্রেপ্তার করতে পারে?’’

ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের সব প্রধান নেতাকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশজুড়ে সহিংসতায় উসকানি দেয়ার জন্য তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ইরান সপ্তাহে গড়ে ১০টির বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে, বলছে জাতিসংঘ

তেহরান ঃ জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক মঙ্গলবার বলেন, ইরান এ বছর গড়ে প্রতি সপ্তাহে ১০টির বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে।

প্রাথমিকভাবে মাদক সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ১ জানুয়ারি থেকে দেশে কমপক্ষে ২০৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তবে জাতিসংঘের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত অনেক বেশি।

তুর্ক বলেন, এই বছর এ পর্যন্ত গড়ে প্রতি সপ্তাহে ১০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যা এটিকে বিশ্বের সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারীদের মধ্যে একটিতে পরিণত করেছে। এই ট্র্যাক রেকর্ডটিকে জঘন্য বলে অভিহিত করে তিনি আরও বলেন, এই হারে, ইরান উদ্বেগজনকভাবে গত বছরের মতো একই ট্র্যাকে রয়েছে, যখন প্রায় ৫৮০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। সোমবার ইরান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্লাসফেমি ছড়ানোর অভিযোগে দুজনকে ফাঁসি দিয়েছে। ইসলামিক এই প্রজাতন্ত্র মৃত্যুদণ্ডের এসব ঘটনার মাধ্যমে নতুন নিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই অভিযোগে ইরানের নিন্দা জানিয়েছে। শনিবার ইরান সুইডিশ ইরানি ভিন্নমতাবলম্বী হাবিব চাবকে সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। সুইডেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের তীব্র সমালোচনা করেছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত ১৪ দিনে বেলুচ সংখ্যালঘু ২২ জনসহ কমপক্ষে ৪৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। অধিকাংশের মৃত্যুদণ্ড মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে কার্যকর করা হয়েছে। তুর্ক বলেছেন, মাদক অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়ম ও মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তিউনিসিয়ার সিনাগগের কাছে হামলায় ৪জন নিহত

তিউনিসিয়া ঃ মঙ্গলবার তিউনিসিয়ার এক নৌ রক্ষী জেরবা দ্বীপের একটি উপাসনালয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করার সময় চারজনকে হত্যা এবং নয়জনকে আহত করেছে। আফ্রিকার প্রাচীনতম ঘ্রিবা সিনাগগে বার্ষিক তীর্থযাত্রার সময় এই হামলা হয়েছিল। সেখানে প্রতি বছর ইউরোপ এবং ইসরাইল থেকে শত শত মানুষ আসে। তিউনিসিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, আততায়ী প্রথমে একটি নৌ স্থাপনায় অন্য একজন গার্ডকে গুলি করে এবং সিনাগগে যাওয়ার আগে তার গোলাবারুদ নিয়ে যায়। হামলাকারী তখন সিনাগগের বাইরে নিরাপত্তা কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে একজন কর্মকর্তা ও দুজন দর্শক নিহত হন। এরপর নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করে। তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক নিহত দুজন দর্শকের একজনকে তিউনিসিয়ান ও আরেকজনকে ফরাসি নাগরিক বলে শনাক্ত করেছে। সিনাগগটি ছিল ২০০২ সালে একটি ট্রাক বোমা হামলার স্থান যেখানে ২১ জন পর্যটক নিহত হয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বার্ষিক ইহুদি তীর্থযাত্রার সময় ঘ্রিবা সিনাগগে হওয়া হামলার নিন্দা জানায়। আমরা তিউনিসিয়ার জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং তিউনিসিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর ত্বরিৎ পদক্ষেপের প্রশংসা করি।

বাজার দর

SENSEX : 61904.52 -35.68
NIFTY : 18297.00 -18.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .08 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

সপ্তম শতাব্দীর দুটি পুরাকীর্তি চীনের কাছে ফেরত দিল যুক্তরাষ্ট্র

বেইজিং ঃ যুক্তরাষ্ট্র চীনের কাছে দুটি লুট করা পুরাকীর্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। এক ডজনেরও বেশি চুরি হওয়া নিদর্শনগুলি ফেরত পাঠানোর মধ্যে এটাই সর্বশেষ বলে মঙ্গলবার নিউ ইয়র্ক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে। ম্যানহাটনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগ এক বিবৃতিতে বলেন, সপ্তম শতাব্দীর দুটি পাথরের খোদাই, যার মূল্য বর্তমানে ৩৫ লক্ষ ডলার, যা ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে চোরেরা একটি সমাধি থেকে খুঁড়ে চীন থেকে পাচার করে। নিউ ইয়র্কের একজন প্রাইভেট আর্ট কালেক্টর শেলবি হোয়াইট কর্তৃক কেনা ১০টি দেশের ৮৯টি পুরাকীর্তির মধ্যে এই খোদাইগুলি ছিল। ১৯৮৮ সাল থেকে, এগুলি মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টকে ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এই বছর ফৌজদারি তদন্তের পরে ডিএ অফিস এগুলো জব্দ করে। ব্র্যাগ বলেন, এটি লজ্জাজনক যে এই দুটি অবিশ্বাস্য পুরাকীর্তি চুরি হয় এবং একটি প্রায় কমপক্ষে তিন দশক ধরে জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে লুকানো ছিল। সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬.৯ কোটি ডলার মূল্যের লুট হওয়া নিদর্শনগুলি তারা শহরের পুরাকীর্তি পাচার ইউনিটের একটি ফৌজদারি তদন্তের মাধ্যমে ট্র্যাক করে এবং ফেরত পাঠায়। নিউইয়র্কে চীনা কনস্যুলেটে এক অনুষ্ঠানে এসব খোদাই হস্তান্তর করা হয়। চীনা কনসাল জেনারেল হুয়াং পিং বলেন, সাংস্কৃতিক সম্পত্তি নিয়ে অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযানকে আমরা একটি পবিত্র মিশন হিসেবে বিবেচনা করি। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে কম্বোডিয়া, ভারত, পাকিস্তান, মিশর, ইরাক, গ্রিস, তুরস্ক ও ইতালিসহ ১৯টি দেশে ১৬কোটি ৫০ লাখ ডলার মূল্যের ৯৫০টিরও বেশি পুরাকীর্তি ফেরত পাঠানো হয়েছে।

আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে মিয়ানমারের সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে

ইন্দোনেশিয়া ঃ বুধবার ইন্দোনেশিয়ায় দুদিনের শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিনে মিয়ানমারে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশন্স-এর নয় সক্রিয় সদস্যের নেতারা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত অং সান সু চির সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে মিয়ানমার বিশৃঙ্খলায় ডুবে আছে। অভ্যুত্থান অবিলম্বে মিয়ানময়ার জুড়ে জান্তা বিরোধী বিক্ষোভের সূত্রপাত করে। একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ গোষ্ঠী জানায়, এর ফলে সামরিক বাহিনীর হাতে ৩ হাজার জনের বেশি বেসামরিক মানুষের মৃত্যু এবং ১৮ হাজার জনের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঐ অস্থিরতা থেকে সামরিক বাহিনী এবং বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের জন্য কয়েক দশক ধরে লড়াই করে আসছে এমন কয়েকটি জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে একটি মারাত্মক গ্রামীণ সংঘাত তৈরি হয়েছে। মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের সাথে সমঝোতায় সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে পাঁচ দফা পরিকল্পনা জারি করেছে আসিয়ান। কিন্তু জান্তা এখনো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করেনি, যার কারণে আসিয়ানকে অপ্রাসঙ্গিক বলে সমালোচনা করা হচ্ছে। আসিয়ান নেতারা রবিবার ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর থেকে কূটনীতিকদের বহনকারী গাড়ি এবং মিয়ানমারের পূর্ব শান রাজ্যে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের মানবিক সহায়তা প্রদানের গাড়িবহরে হামলার নিন্দা করেছেন। এই সম্মেলনে চীনের আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণ চীন সাগরে কর্মরত দেশগুলোর জন্য একটি আচরণবিধি জারি করা হবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের প্রথম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের প্রথম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কোচবিহারে। রবিবার কোচবিহার হোটেল কনিস্কতে এই সম্মেলন করা হয়।এবারের তাদের এই ব্লক সম্মেলন প্রথম বর্ষ।কোচবিহার ১ নং ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে এই সম্মেলন করা হচ্ছে।এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি গোলাম মুস্তাফা, কার্যকরী সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ বর্মন, উপদেষ্টা মন্ডলীর চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দত্ত, ২ নং ব্লক কমিটির সভাপতি পুলক দাস সহ অন্যান্যরা। সেদিন বিভিন্ন দাবিদাবাকে সামনে রেখে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ৭০ সেবা প্রদানে বাড়তি গুরুত্ব, সরকারি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত, সরকারিভাবে নাম নথিভুক্তকরনে জোর।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে গৌতম বুদ্ধের ২৫৬৭ তম জন্ম জয়ন্তী পালন

শিলিগুড়ি ঃ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে গৌতম বুদ্ধের ২৫৬৭ তম জন্ম জয়ন্তী পালন। এদিন শালুগাড়া এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়।গৌতম বুদ্ধের ২৫৬৭ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গোটা দেশেই বুদ্ধ জয়ন্তী পালন করছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। একইভাবে শিলিগুড়ির শালুগাড়া এলাকার বুদ্ধ গুম্ফার তরফে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আযোজন করা হলো। এদিন এই শোভাযাত্রাটি গুম্ফা থেকে শুরু করে শালুগাড়া এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় পা মেলায় এলাকার প্রচুর মানুষ।

রেগুলেটেড মার্কেট থেকে ৬ জন শ্রমিককে অপসারণের প্রতিবাদে ৩ দিন ধরে চলছে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে বছরের পর বছর ধরে কাজ করা ৬ জন শ্রমিককে অপসারণের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভে INTTUC INTTUC এ সূত্রে জানা যায় বিহারের কিছু মাফিয়া তাদের গ্রাম থেকে তাদের আত্মীয় পরিজনদের এখানে এনে বৃদ্ধ শ্রমিকদের পরিবর্তে কাজ করাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে বছরের পর বছর ধরে কাজ করা ৬ জন বৃদ্ধ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। এক নং ওয়ার্ডের সহসভাপতি শরীফ চন্দ্র যাদব বলেন, এরা কে বা কারা কেউ জানে না। তারা বলছেন, এসব লোক এখানকার ভোটারও নয়।এমতাবস্থায় শ্রমিক সংগঠনের দাবি, তাদের পুরোনো ৬জন শ্রমিককে কাজ ফিরিয়ে দিতে হবে। যে সমস্ত দরিদ্র শ্রমিকরা এখানে বছরের পর বছর কাজ করে তাদের সংসার চালায় তাদের ১৫ দিন আগে কোনো কারণ ছাড়াই চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।এটা কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া হবে না।

কালিয়াগঞ্জ কান্ড নিয়ে এবার সিবিআই তদন্তের দাবী জানালেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রবীন সন্ন্যাসীরাও

উত্তর দিনাজপুর ঃ কালিয়াগঞ্জ কান্ড নিয়ে এবার সিবিআই তদন্তের দাবী জানালেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রবীন সন্ন্যাসীরাও। শনিবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটায় যান সংঘের একদল সন্যাসী। তবে ৫০ জন আসার কথা থাকলেও এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় পুলিশি নিষেধাজ্ঞায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন সন্যাসী প্রথমে সাহেবঘাটায় নিহত নাবালিকার বাড়িতে যান।পরে তারা রাধিকাপুরে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়িতেও যান। এলাকার শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দুই ঘটনাতেই সিবিআই তদন্তের দাবী তুলেছেন সংঘের সন্যাসীরা। পাশাপাশি নিহত মৃত্যুঞ্জয়ের শিশুর লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া হবে বলে জানান তারা।

ফের বন্ধের নোটিশ ডুয়ার্সের চা বাগানে, কর্মহীন হয়ে পড়লেন প্রায় ১২০০ শ্রমিক

জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্সের চা বলয়ের মানুষ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন দিকে থাকবেন তা নির্বাচনের ফলাফলের পর জানা যাবে। যদিও যুযুধান দুই পক্ষ বিজেপি ও তৃণমূল এই চা বলয়ের মানুষের মন পেতে একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।সেইসাথে দুই পক্ষই বোঝানোর চেষ্টা করছে তারা চা বলয়ের মানুষের জন্য কাজ করছেন। আর ঠিক সেসময় ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের দেবপাড়া চা বাগান বন্ধ হয়ে গেল। এই নিয়ে গত চার বছরে তিনবার বাগান বন্ধ হলো। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই বাগানে সমস্যা চলছিল। বাগান ঠিকমতো পরিচর্যা করা হচ্ছিল না। প্রতিদিনের মতো শনিবারও বাগানে কাজে যোগ দিবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু প্রতিদিনের মতো এদিন বাগান থেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখেন কেউ নেই, স্বাভাবিকভাবে শ্রমিকরা বুঝতে পারেন যে বাগান বন্ধ করে চলে গিয়েছে মালিক কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে বাগানে আসেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন জেলা সভাপতি রাজেশ লাকড়া। তিনি বলেন, বাগান খোলার জন্য শ্রমিকদের সাথে লাগাতার আন্দোলনে নামা হবে।শ্রমিকদের জন্য যা করার দরকার তাই করবে সংগঠন।

জম্মু থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তার শবদেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে বায়ুসেনা ছাউনিয়ে পৌঁছয়

শিলিগুড়ি ঃ জম্মুর রাজৌরিতে তল্লাশি অভিযানে আতঙ্কবাদী হামলায় মৃত্যু হয় পাঁচ জওয়ানের। শহীদ জওয়ানের মধ্যে দার্জিলিংয়ের পুলবাজার ব্লকের কিজোমবস্তির বাসিন্দা সিদ্ধান্ত ছেত্রী। এদিন জম্মু থেকে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তার শবদেহ বাগডোগরা বিমানবন্দরে বায়ুসেনা ছাউনিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে সড়কপথে ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে গান স্যালুটে সম্মান জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক, জেলা প্রশাসন আধিকারিক, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, ভারতীয় সেনার কর্ণেল অঞ্জন কুমার বাসুমাতারি সহ অন্যান্যরা। সেখানে তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা জানানো হয়।

বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান সহ তিনদফা দাবিতে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ

শিলিগুড়ি ঃ বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান, শুন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ , মোট তিন দফা দাবিতে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শনিবার, শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিলটি শুরু হয়।এই তিন দফা দাবিতে সারা রাজ্যব্যাপী চলছে তাদের বিক্ষোভ। এদিন বাঘাযতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে তারা। মিছিলটি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে। এই মিছিল থেকে তাদের দাবিগুলি পূরণ করার যে আন্দোলন তা জোড়ালো করা হয়।

আজ থেকে শুরু হয়ে গেলো তিনটি রাজ্য কে দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

শিলিগুড়ি ঃআজ থেকে শুরু হয়ে গেলো তিনটি রাজ্য কে দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ।। মিলনপল্লী ক্রিকেট মাঠে খেলা উদ্বোধন করেন সভাপতি কাজল ঘোষ ।। উপস্থিতি ছিলো সমাজসেবী চন্দন সরকার ও রিন্টু দাস।। কাজল বাবু বলেন জাতীয় স্তরের এই খেলা আমাদের বিধান নগরে করাতে পেরে ভালো লাগছে। পরিচালন কমিটি থেকে জানা যায় আগামীকাল খেলা মুরালীগঞ্জ মাঠে ।। ফাইনাল হবে মুরালিগঞ্জ মাঠেই ।। মোট তিনটে রাজ্য অংশ নেয়।

আজ প্রথম ম্যাচের মুখোমুখি হয় আসাম ও বাংলা ।

বেআইনি পাথর বালি পাচারের ঘটনায় সাফল্য পেল ইসলামপুর পুলিশ জেলার চোপড়া থানার পুলিশ

উত্তর দিনাজপুর ঃ বেআইনি পাথর বালি পাচারের ঘটনায় সাফল্য পেল ইসলামপুর পুলিশ জেলার চোপড়া থানার পুলিশ। বেআইনি পাথর বালি পাচারে নিয়মিত অভিযান চালানো শুরু করেছিল চোপড়া থানার পুলিশ। বেআইনি পাথর বালি পাচারের ঘটনায় অভিযানে নেমে পাথর বালি বোঝাই ৩৫টি লড়ি আটক করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। বেআইনি পাথর বালি পাচারের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে বলে চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে ক্যামেরার সামনে কোনও রকমের মন্তব্য করতে নারাজ ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েত নগর এলাকার উপভোক্তাদের থেকে চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু করল তৃণমূল

আলিপুরদুয়ার ঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েত নগর এলাকার উপভোক্তাদের থেকে চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু করল তৃণমূল। একশো দিনের বকেয়া টাকা আদায়ে ১ কোটি চিঠি নিয়ে দিল্লি যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।তৃণমূলের অভিযোগ, গত ২ বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। উপভোক্তাদেরও দাবি, কেউ টাকা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে, শনিবার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েত নগর এলাকার ১০০ দিনের কাজের উপভোক্তাদের থেকে চিঠি সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে তৃণমূল। এদিন চিঠি লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ক্যাম্প করা হয়েছে। এই রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝে পড়ে শেষ পর্যন্ত কী ১০০ দিনের টাকা পাবেন জবকার্ড হোল্ডাররা? নাকি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ নিয়ে রাজনীতিই চলবে ? প্রশ্ন উঠছে।

শহীদ জওয়ান রাজেশ ওরাংর বাড়ীতে অভিষেক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ মহম্মদবাজার সেচ কলোনি মাঠে জনসভা করার পর বুধবার বিকালে শহীদ রাজেশ ওরাংয়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মাল্যদান করার পর রাজেশ ওরাংয়ের পরিবারের সাথে দেখা করে কথা বলে । রাজেশ ওরাংর মা মমতা ওরাং বলেন, ভালো লাগলো । আমি কিছু বলতে পারি নাই । যা বলার মেয়ে বলেছে । বোন বলে, আগে গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ ছিল । এখন ভালো রাস্তাঘাট হয়েছে । সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবগত করা আমাদের কর্তব্য । স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য আবেদন করে নি । লক্ষ্মীর ভান্ডারের জন্য আবেদন করতে বললাম ।

অভিষেকের সঙ্গে দেখা করলো নগরীর ফুটবলার পাপিয়া

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ আমেরিকার ড্রেটয়েড শহরে ২০২২ সালে স্পেশাল অলিম্পিকে মহিলা ফুটবলে তৃতীয় হয়েছে ভারত । সেই দলের সদস্য ছিল সিউড়ি একনং ব্লকের নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের কাটাবুনি গ্রামের পাপিয়া মুর্মু । বুধবার সন্ধ্যায় নবজোয়ার কমসূচিতে এসে পাথরচাপুড়ী মাজারে চাদর চাপান সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তারপর পাপিয়া মুর্মু এবং তার ফুটবল দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পাপিয়া মুর্মু বলে, খুব খুশি হয়েছি । অসুবিধার কথা বললাম । খেলার মাঠের সমস্যার কথা বললাম । বীরভূম জেলার এগারোজন জার্মানির বার্লিনে খেলছে যাচ্ছি । ভালো করে খেলতে বললেন ।

পনেরো কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে সমাবেশে বৃদ্ধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে থেকে সিউড়ি বেনীমাধব ইনস্টিটিউটের মাঠে বাম কংগ্রেসের সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম । সেই সমাবেশে যোগদান করতে চড়া রোদ বয়সকে উপেক্ষা করে সাতসকালেই পনেরো কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে সমাবেশস্থলে হাজির হয় শেখ রুস্তম আলী বাড়ি ধনঞ্জয়বাটি গ্রামে । রুস্তম বলেন, মানুষের জন্য এখানে এসেছি । খাবার নাই কাজ নাই । গ্রাম থেকে আরো লোক আসবে । মৃত দেখিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল বার্ধক্য ভাতা । একবছর লড়াই করে সেই বার্ধক্য ভাতা পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে জানান রুস্তম ।

তলিয়ে মৃত্যু একাদশ শ্রেণীর ছাত্রের

রামপুরহাট (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে বুধবার দশ মে খাদানের জলে তলিয়ে যায় রামপুরহাট জেএল বিদ্যাভবনের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিনব নন্দী । রামপুরহাট থানার ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া একটি পাথর খাদানে ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরিরা তল্লাশি চালিয়ে বৃহস্পতিবার ছাত্রের নিথর দেহ উদ্ধার করে । মৃত ছাত্রের নাম অভিনব নন্দী (১৭) । বাড়ি রামপুরহাট পৌরসভার তিননং ওয়ার্ডে । এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ ।

অবৈধ অনুপ্রবেশ,চার বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলো বি এস এফ

জলপাইগুড়ি। শুক্রবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেরুবাড়ীর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের চিংড়ি মারী এলাকার কাটা তারের বেড়ার নিচ দিয়ে এক শিশু দুই মহিলা এবং এক জন পুরুষ ভারতে প্রবেশ করে, সীমান্তে কর্তব্যরত বি এস এফ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক করে বাংলাদেশের ঠাকুরগাও জেলার নারায়ণ পুরের বাসিন্দা, বিমল অধিকারী, মালতি অধিকারী, বনা অধিকারী,ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিস। আটক বাংলাদেশী নাগরিক বিমল অধিকারী, জানিয়েছেন, ওনার দুই ছেলে আগে থেকেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নকশাল বাড়ি থানা এলাকার পানিটাঙ্কি তে রয়েছে, ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশের এক মেম্বার কে তিন হাজার টাকা দিয়ে এপারে আসার সময় আমাদের আটক করেছে।

ভাঙন রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নেই কোনো ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্তরা মহম্মদ সেলিম

আলিপুরদুয়ারঃ ভাঙ্গন রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নেইনি এমনকি যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়নি আলিপুরদুয়ারে এসে শুক্রবার একথা জানান মহঃ সেলিম । এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় সি পি এম আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে কাল মার্কসের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও আলোচনা সভা আয়োজিত করা হয়েছিল সেই সভায় যোগ দিয়ে ছিলেন মহঃ সেলিম । এদিন মহঃ সেলিম বলেন বাম আমলে ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ দের পূর্নবাসন দেওয়া হয়েছিল ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তৃণমূল আমলে কিছু হচ্ছে না । এদিন মহঃ সেলিম জানান রাজ্যে সর্বত্র মানুষ বিজেপি ও তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার রাজ্যে সর্বত্র সাধারণ তৃণমূল ও বিজেপি থেকে সড়ে যাচ্ছে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এদিন মহঃ সেলিম আরো জানান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্য পদে নিয়োগ করতে হবে । দীর্ঘ দিন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতরে নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রসঙ্গ বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, মহিলাদের স্বাধীনতা দিয়ে পুরুষদের টার্গেট করা হয়েছে এতে আপত্তি কিসের প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

সংবাদ মাধ্যমের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান পুরুষদের টার্গেট করছেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মুসলমান মহিলাদের স্বার্থেই মুসলমান পুরুষদের টার্গেট করা হচ্ছে। মুসলমান মহিলাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষদের টার্গেট করা হচ্ছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন এই বিষয়টি মুসলমান সমাজের মধ্যেই রয়েছে। মহিলাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষদের টার্গেট করা হচ্ছে। এটাতে আপত্তি কেন। একাংশ সাংবাদিকদের থেকেই সর্বাধিক প্রত্যাহবানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সমাজের বিপরীত ছবি মাঝেমধ্যে তুলে ধরা হয়। বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযানে প্রচার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সমাজের প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এখন যাদের বাড়ি থেকে যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই বাড়ির ব্যক্তিরা কান্নাকাটি করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রচার মাধ্যমে এমন দেখানো হয় যেন সারা সমাজ এই বিষয় নিয়ে দুঃখিত। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রচার মাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন অসমকে উন্নত করতে হয় তাহলে সরকারের খারাপ কাজগুলো দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকারের ভালো কাজের প্রশংসাও করা উচিত। সংবাদ মাধ্যমের এই মানসিকতার পরিবর্তন করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। বহু বিবাহ নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বহু মুসলমান মহিলারা কষ্টে রয়েছেন। ফলে এই নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যেকে সমর্থন করা উচিত। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বহুবিবাহ বন্ধের পক্ষে রায় দিয়েছে। এক্ষেত্রে পৃথক কোনো বিষয় উত্থাপন করার সুযোগই নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সরকারকে মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করার এক অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে এই অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এবার সংবাদ মাধ্যমেও এটা আসছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে সাংবাদিকদের উত্থাপন করা প্রশ্নের জবাবে দুই বছরের সরকারকে একশোর মধ্যে ১০০ নম্বর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন দুই বছরে যেটা লক্ষ্য ধার্য করা ছিল সব পূরণ হয়েছে। জেলায় জেলায় ২-৩ হাজার কোটি টাকার কাজ হয়েছে, এইমস হয়েছে, তিনটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ৬-৭ টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, লাচিত বরফুকনের ৪০০ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে, বিহু উদযাপন করা হয়েছে, রাজ্যে আন্দোলন হয়নি বন্ধ হয়নি বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেহ ভাবেনি যে এত কাজ হবে। ভাবলে সরকারকে ৮০ বা ৯০ শতাংশ নম্বর দিতেন। কিন্তু যেহেতু ভাবেননি ফলে ১০০ এর মধ্যে ১১০-১১৫ নম্বর দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এত কাজ হবে বলে তিনি স্বয়ং ও ভাবেননি। তবে বিভিন্ন দল সংগঠন প্রতিবাদ না করে শুধুমাত্র তাদের দাবি সম্পর্কে সরকারকে দৃষ্টিগোচর করে। এটাকে আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যায় না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

'বাসায় এক ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে তো পরের ঘণ্টায় থাকে না'

ঢাকা ঃ তীব্র গরমে মানুষের যখন বেহাল দশা তখন বাংলাদেশজুড়ে বিদ্যুতের লোডশেডিংও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি নাকাল হচ্ছেন গ্রামাঞ্চলের মানুষ। কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশে এখন চাহিদার বিপরীতে প্রায় ১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। চট্টগ্রামের ইসমাইল কলোনী এলাকার বাসিন্দা শাহিন আক্তার রুমি। গত শুক্রবার ফটিকছড়ি এলাকার বক্তপুর গ্রামে কয়েকদিন বেড়ানোর জন্য গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু লোডশেডিং আর গরমের কারণে চার দিনের মাথায় চট্টগ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন তিনি। মিজ আক্তার বলেন, গ্রামে এতো বেশি লোডশেডিং হয় যে ঘণ্টাখানেকও বিদ্যুৎ থাকছে না। দশ মিনিট যদি কারেন্টটা ভালো করে থাকতো আরকি। এমন অবস্থা যে চার্জ দেয়ার সুযোগটা হচ্ছে না। বাচ্চা নিয়ে গেছি, বাচ্চাটার এমন অবস্থা হইছে যে আমি আবার চিটাগাং শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হইছি। তার মতে, চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ গেলেও ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে আবার চলে আসে। বুধবার দুপুর দুইটার দিকে যখন তার সাথে কথা হচ্ছিলো তখন তিনি জানান যে, সকাল থেকে এরইমধ্যে প্রায় ২-৩ বার বিদ্যুৎ চলে গেছে। চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি২ এর জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ সরওয়ার জাহান বলেন, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও ফটিকছড়ি উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি। এই তিন উপজেলায় ১০ মিনিটও বিদ্যুৎ থাকে না কথাটি ঠিক নয়। তবে লোডশেডিং হয় বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, বিদ্যুতের চাহিদা বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয় এবং চাহিদার সাথে সরবরাহের কিছুটা পার্থক্য থাকে। উদাহরণ হিসিবে তিনি বলেন, বুধবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে রাউজান এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা ১৪ মেগাওয়াট। কিন্তু তারা সরবরাহ পেয়েছেন সাড়ে নয় মেগাওয়াটের মতো। ফলে কিছু সময়ের জন্য লোডশেডিং করতেই হয় তাদের। লোডশেডিংয়ে অতিষ্ট হওয়ার কথা জানাচ্ছিলেন বগুড়া শহরের ফুলদিঘী এলাকার বাসিন্দা তানিয়া শিরীন। তিনি বলেন, বগুড়ার সদরেও লোডশেডিংয়ের বিরক্ত গেছে মানুষ। মিজ শিরীন বলেন, তার বাসায় এক ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে তো পরের ঘণ্টায় থাকে না। এক ঘণ্টা পর পর যাচ্ছে বিদ্যুৎ। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে আরো থাকেই না, বাচ্চাদের লেখাপড়ার এটাই সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে এখন। আর এতো গরমে, এতো লোডশেডিং খুবই কষ্টদায়ক। এরকম লোডশেডিং রোজার মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। গ্রামাঞ্চলের মানুষ লোডেশেডিং এর ভোগান্তি বেশি পোহাচ্ছেন।

বাংলাদেশে এপ্রিল মাঝের মাঝামাঝি সময় থেকেই লোডশেডিং বাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক বলেন, বর্তমান সময় বাংলাদেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার সময়। একদিকে যেমন গ্রীষ্মকাল চলছে, তেমনি তাপমাত্রাও চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৈশ্বিক জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আর এ কারণেই সারাদেশে লোডশেডিং বাড়ছে বলে জানান তিনি।

পাওয়ার সেলের হিসাব অনুযায়ী, ১০ই মে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে ১৫ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। আর এর আগের দিন সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৩ হাজার ৭৫২ মেগাওয়াট। সে হিসেবে আজই দেশে বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ১৮৪৮ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি বিভাগে যে পরিমাণ লোডশেডিং হয়েছে তার মধ্যে গত ৭ ও ৮ই মে সবচেয়ে বেশি লোডশেডিং ছিল। আর সবচেয়ে বেশি লোডশেডিং হয়েছে ময়মনসিংহ জেলায়। এই বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, শুধু ৮ই মে তারিখে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বরিশাল এবং রংপুরে মোট ১৩৫৬ মেগাওয়াট লোডশেডিং হয়েছে। তার মানে দেশে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। আর চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লোডশেডিংও। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ওয়েবসাইটের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ডিপিডিসি এলাকাতে কোন লোডশেডিং নেই। পাওয়ার সেলের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৬,৫৫০ মেগাওয়াট। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছে ১৫,৬৪৮ মেগাওয়াট। বাংলাদেশে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৪৮ লাখ। এই গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী দিনে সর্বোচ্চ ১৬ হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। মে মাসের প্রথম আট দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল গত ৭ই মে। এদিন মোট ১৪ হাজার ৩৩১ মোগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। এছাড়া বাকি দিনগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১১ হাজার থেকে ১৪ হাজার এর মধ্যে ওঠানামা করেছে।একই চিত্র দেখা গেছে এপ্রিল মাস জুড়েও। এ মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯ হাজার থেকে শুরু করে ১৪ হাজারের মধ্যে ওঠানামা করেছে। তবে এ মাসের ১৯ তারিখে দেশে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৬৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তথ্য দিচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন। এরআগের দিনও ১৫ হাজার ৬২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জ্বালানি সংকটের কারণে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না।

দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম কেন্দ্র রয়েছে ১৫৪টি। যার মধ্যে বেশিরভাগই ভাড়ায় চালিত ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো চালু হলেও সেখানেও কাঁচামাল সরবরাহ নিয়ে জটিলতা রয়েছে। ডলার আর কয়লা সংকটের কারণে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে একবার রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত ২৩শে এপ্রিল থেকে কয়লা সংকটের কারণে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দৈনিক ১৩২০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেছিলেন যে, তাদের আশা ছিল পায়রা ও রামপালের মতো বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো এই গ্রীষ্মে বিদ্যুতের সংকট মেটাবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখা যায়নি। গত মাসে কয়লার সংকটে রামপালে উৎপাদন বন্ধের পর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে, মঙ্গলবার নাগাদ কয়লা বোঝাই জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছাবে। চলতি মাসের ১৫ তারিখের পর থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের সংকট কাটিয়ে উঠে দেশে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে। ফলে থাকবে না কোন লোডশেডিং। এমন তথ্য দিয়েছেন পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন। তিনি বলেন, আগামী তিন দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে ঘাটতি রয়েছে তা কমে অর্ধেকে নেমে আসবে। আর এর দুই দিন পর থেকে কোন ঘাটতি থাকবে না। প্রতিদিন একই হারে না হলেও বর্তমানে দেশে সর্বোচ্চ দুই হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে। তিন দিন পর রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন শুরু হলে এটি এক হাজার মেগাওয়াটে নেমে আসবে বলে পাওয়ার সেল থেকে জানানো হয়। তারা বলছে যে, চাহিদা অনুযায়ী যাতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা যায় তার জন্য পর্যাপ্ত সব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, জাহাজটি কয়লা নিয়ে চট্টগ্রামে ভিড়েছে এবং এটি বৃহস্পতিবার মোংলা বন্দরে পৌঁছাবে। এরপর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আগামী ১৩ই মে বা এর আগেই আবার উৎপাদনে আসতে পারে বলেও জানান তিনি। এরআগে আমদানি বিল বকেয়ার কারণে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানি বন্ধ হয়ে যায় বলে জানায় বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল)। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে প্রায় ১৫-১৬ দিনের মতো কয়লা মজুদ ছিল বলেও জানানো হয়। ফলে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এ বিষয়ে মি. হোসাইন বলেন যে, মানুষ তো আশঙ্কা করবেই যেহেতু সারা বিশ্বেই অবস্থা নাজুক। তবে পায়রার উৎপাদন এখনো চলছে এবং আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি যে এটা যেনো কন্টিনিউ করে, আশা করছি কোন সমস্যা হবে না, বলেন তিনি। এই দুই বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও বরিশালে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে বলেও জানানো হয়। এছাড়া আরো যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে সেগুলো এরইমধ্যে সনাক্ত করা হয়েছে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে তার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়। আমরা এগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ক্লোজ মনিটরিংয়ে রাখছি। আশা করি যে সমস্যা হবে না।

শিশু নির্যাতনকারী ডাক্তার দম্পতি সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য উন্মোচন

ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী 'দিদি'কে লুকিয়ে রেখে গ্রেফতার গুয়াহাটির সাংবাদিক অভিজিৎ বোস, ডাঃ ওয়ালিউল ইসলামের ফের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সার্জেন্ট ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত অসমের বর্তমানে পরিচিত নাম। তবে এটা সুনাম নয়। ডাক্তার রুপি দেবতাকে পুজো করার অভ্যাস থাকা সাধারণ মানুষের মানসিকতা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন এই ডাক্তার দম্পতি। ফলে ইদানিং বহু চর্চিত এই ডাক্তার স্বামীস্ত্রী। শিশু নির্যাতনকারী ডাক্তার দম্পতির বিরুদ্ধে নিত্যনতুন প্রকাশ পাচ্ছে বহু তথ্য। ডাঃ ওয়ালিউল ইসলামকে পস্ক আদালত থেকে ফের একবার পাঁচ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে পুলিশ। ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত অনবরত ভাবে নিজেকে নির্দোষী বলে স্বীকৃতি দিয়ে পুলিশ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করছেন। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী 'দিদি'কে লুকিয়ে রেখে গ্রেফতার হয়েছেন গুয়াহাটির সাংবাদিক অভিজিৎ বোস।

দত্তক নেওয়া দুই শিশু ছেলে এবং মেয়েকে শারীরিক অত্যাচার শুধু নয় তাদের যৌন নির্যাতন করারও অভিযোগ রয়েছে সমাজের সম্মানীয়, স্বনামধন্য, অগ্রণী, প্রতিষ্ঠিত, অর্থবান, ক্ষমতাশালী ডাক্তার দম্পতি সার্জেন্ট ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের বিরুদ্ধে। এমনকি সেই শিশু দুটিকে ডাক্তার দম্পতি যৌন পুতুল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে দুজন দুই থানায় বন্দি থাকলেও দিন প্রতিদিন তাদের সংক্রান্তে নতুন নতুন তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। ডাঃ ওয়ালিউল ইসলামকে পল্টন বাজার থানায় এবং ডাঃসঙ্গীতা দত্তকে পানবাজার মহিলা থানায় পুলিশের শীর্ষকর্তারা জেরা করছেন বলে জানা গেছে। এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে বহু নতুন তথ্য।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত আরো একটি শিশু দত্তক নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন বলে জানা গেছে। ডাক্তার দম্পতি থানার লকআপে পোলাও মাংস খাবার দাবিতে অনড় রয়েছেন। এমনকি পোলাও মাংসের জন্য পানবাজার মহিলা থানায় এক হলুস্থুল পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত। বুধবার তাকে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। কিন্তু ডিএনএ পরীক্ষার জন্য স্যাম্পল দিতে স্বীকার করেছেন ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত। উল্টো থানায় নিয়ে যাবার সময় পুলিশ যখন তাকে গাড়িতে উঠায় সেই সময় তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন যে 'আমাকে বাঁচান আমাকে বাঁচান, পুলিশ মিলে রয়েছে, মিডিয়াকে রিপোর্ট দিচ্ছে, কাজ করা মানুষকে কিনে নিয়েছে পুলিশ, আমি কিছু করিনি, আমাকে বাঁচান'। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্ত মনোরোগের বাহানা করে এই অপরাধ থেকে বেঁচে যেতে চাইছেন বলে সমাজের অভিজ্ঞ মহল মন্তব্য করেছে। অন্যদিকে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সহকর্মী 'দিদি'কে লুকিয়ে রেখে গ্রেফতার হয়েছেন গুয়াহাটির সাংবাদিক অভিজিৎ বোস। তিনি বর্তমান গুয়াহাটি মহানগর থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খ সংবাদপত্রে কর্মরত রয়েছেন। এদিকে ডাঃ ওয়ালিউল ইসলামকে পস্ক আদালত থেকে ফের একবার পাঁচ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য বর্তমানের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাকে ফের আদালতে হাজির করিয়েছিল পুলিশ।

সর্বনাশের নাম আইস

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে সর্বনাশা মাদক আইস এ আসক্তের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে এর চোরাচালান। এখন মিয়ানমার থেকে কক্সবাজারে এনে ঢাকাসহ সারাদেশে এই আইস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে।

বেশি দামের কারণে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত তরুণেরাই এর প্রধান ক্রেতা। আর কক্সবাজারের পুরানো ইয়াবা চোরচালানিরা এখন আইসের চোরাচালনিতে যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় ১০ দিনের মাথায় ভয়াবহ মাদক আইসের (ক্রিস্টাল মেথ) বড় দুইটি চালান ধরা পড়েছে। আর এতে ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশে আইস প্রবেশের নতুন রুট এখন মিয়ানমার।

স্থানীয় সূত্র দাবি করছে যারা আগে কক্সবাজার এলাকায় ইয়াবা চোরাচালানে যুক্ত ছিলেন তারাই এখন আইস চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এর পরিবহণের সঙ্গে রোহিঙ্গারা যুক্ত থাকলেও মুল চোরাকারবারিরা এদেশীয়।

গত ৬ মে আইসের সবচেয়ে বড় চালান আটক হয় কক্সবাজারের উখিয়াল পালংখালি এলাকা থেকে। র‍্যাবের একটি দল চারজন মাদক কারবারিসহ ২৪ কেজির ওই চালানটি আটক করে। এর আগে ২৬ এপ্রিল ওই পালংখালি সীমান্ত এলাকা থেকেই ২১ কেজি ৯০ গ্রামের আরেকটি চালান আটক করে বিজিবি। তারা তিনজন মাদক চোরাকারবারিকেও আটক করে। আর ১০ এপ্রিল বিজিবি টেকনাফের হ্নীলা এলাকার নাফ নদী থেকে প্রায় দুই কেজি আইস উদ্ধার করে। অভিযানের সময় নৌকা থেকে দুই মাদক কারবারি পালিয়ে মিয়ানমারে চলে যায়।

৬ মে আইসের সবচেয়ে বড় চালান ধরা পড়ার পর র‍্যাব জানায়, ওই চালান বাংলাদেশের জন্যই আনা হয়। চালানটি মিয়ানমার থেকে চাপাতার বস্তায় করে বাংলাদেশে আনা হয়। এটা বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ হয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি হতো। ওই ঘটনায় আটক চারজনের একজন পুলিশের চাকরিচ্যুত সদস্য। আর বিজিবি ২১ কেজির যে চালানটি আটক করে তা প্রথম রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মজুত করা হতো বলে জানিয়েছেন বিজিবি। সেখান থেকে এটা দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হতো। জানা গেছে আইসের সবচেয়ে বড় খুচরা বাজার ঢাকা শহর, এর পরেই চট্টগ্রামের অবস্থান। এর দাম অনেক বেশি হওয়ায় সাধারণত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণরাই এর প্রধান ক্রেতা। ঢাকায় এখন এক গ্রাম আইস ১০-১২ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

আর ঢাকাসহ সারাদেশে আইসের হোম ডেলিভারি ও অনলাইন মার্কেটিং নেটওয়ার্ক রয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানায়, গত চারমাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ তারা আইসের মোট নয়টি বড় চালান আটক করেছে। মিয়ানমার সীমান্তবর্তী জেলা কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া থেকে এইসব বড় চালান আটক করা হয়। এতে স্পষ্ট যে আইসের চোরাচালান বাংলাদেশে বাড়ছে এবং মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আইস আসছে। ২০২০ সালে দেশে আইস উদ্ধার হয়েছিল ৬৫ গ্রাম। তবে ২০২১ সালে হয় ৩৬ কেজি ৭৯৪ গ্রাম। ২০২২ সালে ১১৩ কেজি ৩৩১ গ্রাম, আর চলতি বছরের প্রথম চার মাসে ৬৬ কেজি। কিন্তু উদ্ধারের চেয়ে অনেক বেশি আইস ঢুকছে। কারণ জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক সংস্থা বলছে যত মাদক একটি দেশে ঢোকে তার সর্বোচ্চ ১০ ভাগ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, কক্সবাজারের যে শতাধিক মাদক কারাবারিরা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আত্মসমর্পণ করেছিলো তারা সবাই এখন মুক্ত। তারাই এখন এই আইস চোরাকারবারে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আগে যারা ইয়াবা চোরাচালান করতেন তারাই এখন আইস চোরাচালানে জড়িত হয়ে পড়েছেন। শুরুতে তারা ইয়াবার সঙ্গে অল্প আইস আনতেন এখন চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তারা পুরোপুরি আইসের দিকে ঝুঁকছেন। কক্সবাজারের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা বলেন, আমরা ২০২১ সালে কক্সবাজার এলাকায় প্রথম চোরাচালানের আইস আটক করি। এরপর থেকেই এর কক্সবাজার এলাকায় আইসের চোরাচালান বাড়ছে। মিয়ানমার থেকে ইয়াবার মতো আইসও আসে। ওখানে এখন আইস মাদককে বাংলাদেশে পাঠাতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এর দাম অনেক হলেও মিয়ানমারে বাংলাদেশের বাজার ধরার জন্য এর দাম কমিয়ে রাখা হচ্ছে।

তিনি জানান, আগে যারা ইয়াবা চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারাই আইস চোরাচালানে যুক্ত হয়েছেন। এটা বহন করা সহজ এবং লাভও বেশি।

আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন মিয়ানমারে সামরিক সরকার ফলে আমাদের সঙ্গে মাদক চোরচালান দমনে আলোচনা কম হয়। তাদের ভিতর থেকেই বাংলাদেশে মাদক চোরাচালান উৎসাহিত করা হয়। আমরা জানতে চাইলে অস্বীকার করে।

তার কথা, এখন ইয়াবার মতোই মিয়ানমারেই আইস তৈরি হয়। এটা ইয়াবার মতোই অ্যামফিটামিন গোত্রের। এই গোত্রের মাদক তারা অনেক দিন ধরেই বানাচ্ছে। থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়াও মিয়ানমার থেকে আইস যায় বলে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। এখন ইয়াবার জায়গা আইস দখল করে নিচ্ছে। যারা ইয়াবা আসক্ত তারাও আইসে ঝুঁকছেন। আইস দিয়ে নতুন মাদকাসক্তও হচ্ছেন। কারণ এর তীব্রতা ইয়াবার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি। আইসের চোরাচালান এবং আসক্তের সংখ্যা দুইটিই বাড়ছে।

অধিদপ্তরের ঢাকা অফিসের একজন কর্মকর্তা জানান, ঢাকায় চন্দন নামে একজন আইসের বাজার গড়ে তোলেন। গত বছরের নভেম্বরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার গ্রুপের আরো ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ঢাকায় ভয়াবহ আকারে আইস ছড়িয়ে পড়ছে।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০১৯ সালে আমরা ন্যাশনাল সার্ভে করেছিলাম। তাতে দেখা গেছে মাদক গ্রহণকারীর মধ্যে শীর্ষে আছে গাঁজায় আসক্তরা। এরপর পরেই আছে অ্যামফিটামিন মানে ইয়াবা এবং আইস। আইস আসলে ইয়াবার উন্নত সংস্করণ। এখানে একটি বিষয় আছে, আইসের দাম অনেক বেশি তাই এটা সবার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা দেখছি আইসের ব্যবহার ও ভয়াবহতা বাড়ছে। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত তরুণরা এই মাদকে ব্যাপকভাবে আসক্ত হচ্ছে।

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আইসের প্রতিক্রিয়া ইয়াবার চেয়েও ভয়াবহ। এটায় আসক্ত হলে অবসাদ ও বিষন্নতা তৈরি হয়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হার্টফেইল করতে পারে। যৌন অক্ষমতা তৈরি হয়।

সম্পাদকীয়

যৌন নির্যাতনের মামলার পর ট্রাম্প কি আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন?

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন এমন একজন ব্যক্তি যিনি আদালতে একজন যৌন নির্যাতনকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছেন - এবং যিনি একই সাথে আরেকটি ফৌজদারি মামলার আসামি। এমন এক সময় এ ঘটনা ঘটলো - যখন তিনি ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবার কথা জানিয়ে দিয়েছেন, এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দৌড়েও অন্তত এখন পর্যন্ত তিনিই এগিয়ে। মঙ্গলবার নিউইয়র্কের এক আদালতের জুরিরা রায় দিয়েছেন যে ১৯৯০ এর দশকে ম্যানহাটানে ই জীন ক্যারল নামে এলি ম্যাগাজিনের একজন কলামিস্টের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মিজ ক্যারল অভিযোগ করেছিলেন যে মি. ট্রাম্প তাকে একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ড্রেসিং রুমের ভেতর ধর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তা আদালতে প্রমাণ হয়নি। তবে যৌন নির্যাতন ও মানহানির মামলায় মি. ট্রাম্পকে ৫০ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার আদেশ দিয়েছেন

আদালত। এর কিছুদিন আগেই গত ৩০শে মার্চ নিউইয়র্কে আরেক মামলায় একজন পর্ন তারকাকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য অর্থ দেবার দলিলপত্র জালিয়াতির দায়ে মি. ট্রাম্প অভিযুক্ত হয়েছেন। ওই মামলায় বলা হয় ২০১৬র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে মি. ট্রাম্প ওই পর্ন তারকাকে অর্থ দেবার জন্য তার ব্যবসায়িক কাগজপত্রে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে কোন সাবেক বা ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হবার ঘটনা এটাই প্রথম। মি. ট্রাম্প দুটি ক্ষেত্রেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন, এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আসল প্রশ্ন হলো,এসব মামলার ফলে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদে আবার নির্বাচন করার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হবে কিনা। আইন বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃত করে টাইম ম্যাগাজিন বলছে, এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে - না, তেমন কিছুই হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে কেউ 'ফেলোনি' বা গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলেও তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করার পথে কোন সাংবিধানিক বাধা নেই - বলেন ইউসিএলএ ল' স্কুলের নির্বাচনী আইন সংক্রান্ত অধ্যাপক রিচার্ড হ্যাসেন । মার্কিন সংবিধান মতে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক কোন যে কোন নাগরিক - যার সেদেশের মাটিতে জন্ম হয়েছে এবং যিনি সেখানে ১৪ বছর থেকেছেন - তিনিই প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো এ আইনে কোন পরিবর্তন আনতে পারে কিনা তাও স্পষ্ট নয়। এমনকি মি. ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকলেও বা জেল হলেও তার নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়ে যেতে পারবেন। বিশ্লেষকরা বলছেন যেহেতু মি. ট্রাম্পের মামলাটি একটা সিভিল অর্থাৎ দেওয়ানি মামলা - তাই এর ফলে তাকে কোন ফৌজদারি পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে না, এবং সে দিক থেকে দেখলে তার কারাগারে যেতে হতে পারে - এমন কোন হুমকিও নেই। মামলার জুরিরা মিজ ক্যারলকে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার যে রায় দিয়েছেন - সে অর্থও ট্রাম্পকে এখনই দিতে হবে না - যতদিন এ মামলার আপিলের প্রক্রিয়া চলে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কারাগারে থেকেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবার অন্তত দুটি নজির আছে। ১৯২০ সালে ইউজিন ডেবস নামে সোশ্যালিস্ট পার্টির এক ব্যক্তি গুপ্তচরবৃত্তি আইন লংঘনের দায়ে আটলান্টায় জেলে থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। এ ছাড়া লিন্ডন লা'রুশ নামে আরেকজন ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন কারাগারে থাকা অবস্থায়। তিনি ট্যাক্স জালিয়াতির মামলায় জেল খাটছিলেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে - দন্ডিত অবস্থায়, বা ধরা যাক জেলে থাকা অবস্থায় - কোন প্রার্থী যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতে যান, তাহলে কি হবে তার কোন ব্যাখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের আইনে নেই। তাছাড়া ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে করা কোন মামলার বিচার চলবে কিনা বা তা কীভাবে হবে, মামলায় প্রেসিডেন্ট দন্ডিত হলেই বা কি হবে - এসব প্রশ্নে ব্যাপক আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে বলেই বিশ্লেষকরা বলছেন।

একের পর এক মুসলিম যুবককে হত্যা, ভারতে আবারো আতঙ্ক ছড়াচ্ছে কট্টরপন্থী গোরক্ষকরা

তৃণা বোস
প্রাবন্ধিক

জানুয়ারির এক সকালে উত্তর ভারতের রাজ্য হরিয়ানার ছোট শহর তাউরুর কাছে একটি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেয়ে গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জানুয়ারির এক সকালে উত্তর ভারতের রাজ্য হরিয়ানার ছোট শহর তাউরুর কাছে একটি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেয়ে গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়িটির ভেতরে তিনজন মুসলিম যুবক ছিলেন - ওয়ারিস, নাফিজ আর শওকীন। ওয়ারিস এখন আর বেঁচে নেই। নাফিজ জেলে। আর শওকীনকে এখনো সেই রাতের ভয়াবহ স্মৃতি তাড়া করে বেড়ায়। শওকীনের ভাষ্য, তার বন্ধুকে একদল হিন্দু যুবক পিটিয়ে হত্যা করেছে। তাদের গাড়ির পেছনে গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানতে পেরে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়।

শওকীন বলছিলেন যে গরুটি ছিল তার বন্ধু নাফিজের। পাশের রাজ্য রাজস্থানের ভিওয়াড়ি জেলা থেকে নিজের বাড়ি হরিয়ানায় গরুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সাথে ছিল তার দুই বন্ধু ওয়ারিস আর শওকীন। তারা গাড়ি দিয়ে হরিয়ানা যাওয়ার সময় গোরক্ষকরা তাদের ওপর হামলা করে। এই গোরক্ষকরা মূলত হিন্দু তরুণ ও যুবকদের নিয়ে গড়া দল, যারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গরু আনানেয়ার বিষয়টি নজরাদারিতে রাখেন। জবাই করার জন্য যেন গরু আনা নেয়া করা না হয়, তা নিশ্চিত করতে লাঠিসোঁটা নিয়ে পাহারা দেয় তারা। ভারতের অনেক রাজ্যেই গরু জবাই নিষিদ্ধ।

পুলিশের দাবি, ওয়ারিসের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

একজন ট্রাক ড্রাইভার ও কয়েকজন গোরক্ষক আমাদের গাড়ি দুর্ঘটনার খবর জানায়। আমরা যখন ঘটনাস্থলে যাই, তিনজন গাড়ির ভেতরেই ছিল। আমরা তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে একজনের মৃত্যু হয়, বলেন হরিয়ানার নুহ জেলার পুলিশ সুপার বরুন সিংলা। গাড়িটি যেই ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটে, সবজি বহনকারী ঐ ভ্যানটিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। ঐ ঘটনায় নাফিজ আর শওকীনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। 'তাদের গাড়িতে গরু পাওয়া গেছে' বলে তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে জানান পুলিশ সুপার মি. সিংলা। কিন্তু শওকীনের কাছে ঘটনার সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

জামিনে মুক্তি পাওয়া শওকীন বিবিসিকে বলেন যে, তাদের গাড়িকে গোরক্ষকদের একটি গাড়ি তাড়া করছিল, যে কারণে সবজির ভ্যানের সাথে সংঘর্ষ হয় গাড়ির।

তাউরু এলাকায় ঘটা ঐ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় যে দুর্ঘটনার পরপরই শওকীনদের গাড়ির কাছে বড় একটি গাড়ি আসে। ঐ গাড়িটির ছাদে একটি সাইরেন লাগানো ছিল।

পরের ঘটনা দেখা যায় ঐ সময় ঘটনাস্থলে থাকা এক ব্যক্তির করা ভিডিওতে।

ঐ ভিডিওতে দেখা যায় ধারালো অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র সহ কিছু গাড়িতে থাকা তিন যুবককে বের করে তাদের গাড়িতে তোলে। গাড়ির বুট থেকে গরুটিও বের করে তারা।

শওকীন বলছে, তাকে ও তার দুই বন্ধুকে ঐ গোরক্ষকরা মারধোর করে এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ই ওয়ারিস মারা যায়।

ওয়ারিস দুর্ঘটনায় মারা যায়নি। ঐ দুর্ঘটনায় কারো শরীরে একটি জখমও হয়নি।

তার ভাষ্যে, এটি মুসলিমদের 'টার্গেট করে হত্যা' করার পরিকল্পনার একটি অংশ।

ভারতে হিন্দুদের কাছে গরুকে পবিত্র প্রাণী মনে করা হয়।

গরু জবাই ভারতে আগেই বেশ সংবেদনশীল বিষয় ছিল। কিছু কিছু রাজ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধও। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়েছে।

ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকে ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারগুলোর গরু জবাইয়ের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালিয়েছে।

ভারতের ২৮টি রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশের বেশিতেই গরু জবাই এখন নিষিদ্ধ। এগুলোর অধিকাংশ রাজ্যের সরকারই বিজেপি নিয়ন্ত্রিত। হরিয়ানাও সেরকমই একটি রাজ্য।

এসব রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে গোরক্ষকরা ব্যাপক সহিংসতা অবলম্বন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের মারধোরের শিকার হয় সাধারণত মুসলিম মাংস আর গরু ব্যবসায়ীরা।

নরেন্দ্র মোদী অতীতে এসব গোরক্ষকদের সমালোচনা করেছেন। তবে তারপরও এরকম বহু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো তুমুল আলোড়ন তোলে ভারতে।

নুহ জেলায় ওয়ারিসের বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যরা এখনও স্বজন হারানোর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ওয়ারিসের বড় ভাই ইমরান বলছিলেন, কেউ যদি কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি পাওয়া নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুলিশের।

পুলিশ অবশ্য ওয়ারিসের মৃত্যুর জন্য বারবার দুর্ঘটনাকেই দায়ী করছে। হরিয়ানা পুলিশের একজন ইন্সপেকটর জেনারেল রবি কিরান বলেন যে ওয়ারিসের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে উঠে এসেছে যে তার মৃত্যু দুর্ঘটনাতেই হয়েছে। এই মামলার বিষয়ে নতুন কোনো তথ্য পেলে পুলিশ এনিয়ে আরো তদন্ত করতে প্রস্তুত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ওয়ারিসের ভাই ইমরান বলেন, ভারতজুড়ে গোরক্ষকদের চালানো বহু হামলার মধ্যে একটি তার ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা।

ওয়ারিসের মৃত্যুর ঘটনার সাথে একই ধরণের আরেকটি ঘটনার তুলনা টেনে ধরেন তিনি। ওয়ারিস মারা যাওয়ার দুই সপ্তাহ পর জুনাইদ আর নাসির নামে দুই মুসলিম যুবকের মৃত্যু নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমে শোরগোল তৈরি হয়।

হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলায় ফেব্রুয়ারি মাসে আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি গাড়ির ভেতরে জুনাইদ আর নাসিরের পুড়ে যাওয়া মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল। তাদের পরিবারের অভিযোগ, গরু পাচারের দায়ে কট্টরপন্থী হিন্দু একটি দলের সদস্যরা তাদের হত্যা করে।

ঐ ঘটনায় পাঁচজনকে আসামী করে মামলা হয়। পুলিশ বলছে এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নাসিরের বাড়ি রাজস্থানের ভরতপুরে তার পরিবারের লোকজনও মনে করে গরু রক্ষা করার জন্য তৈরি করা আইন মুসলিমদের টার্গেট করার জন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে। নাসিরের বড় ভাই মাহমুর বলছিলেন, সবাই ভয়ে থাকে। ভয়টা হল, তারা যে কোনো সময় আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। তারা যে কাউকে তুলে নেয়, মারধোর করে আর পরে গরু পাচারের অভিযোগ দেয়।

গোরক্ষকরা অবশ্য দাবি করেন যে তারা মুসলিমদের টার্গেট করে কোনো কাজ করেন না। তারা পুলিশের সাথে কাজ করেন এবং আইনের সীমানার মধ্যে থেকেই পদক্ষেপ নেন বলে দাবি করছে তারা।

সাময়িকী

রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের শিকার ২২ নারীর পরিচয় জানতে যেভাবে কাজ করছে ইন্টারপোল

এলিস কাডি
কলামিস্ট

ইউরোপের তিনটি দেশের পুলিশ রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের শিকার ২২ জন নারীর পরিচয় জানতে লোকজনের কাছে সাহায্য চাইছে। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম এবং জার্মানিতে ১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তাদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আমস্টারডামে এক নারীর রহস্যজনক খুনের ঘটনার পর আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল এই বিশেষ অভিযান শুরু করে। নেদারল্যান্ডসের রাজধানীর ভেতর দিয়ে বয়ে চলা এক নদীতে একটি আবর্জনার ডাস্টবিনের ভেতরে অজ্ঞাত ওই নারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। নিহত এই নারীদের বিষয়ে জানতে এই প্রথমবারের মতো ইন্টারপোলের পক্ষ থেকে একটি তালিকা প্রকাশ করে লোকজনের কাছে সাহায্য চাওয়া হলো। এই অভিযানের নামকরণ করা হয়েছে 'অপারেশন আইডেন্টিফাই মি'। সাধারণত এধরনের কথিত ব্ল্যাক নোটিস সারা বিশ্বে ইন্টারপোলের সদস্য পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। আমস্টারডামে ১৯৯৯ সালে নদীতে ফেলে দেওয়া একটি ডাস্টবিনের ভেতরে যে নারীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, তার মাথায় ও বুকে গুলি করা হয়েছিল। ফরেনসিক গোয়েন্দা সারিনা ভন লিওভেন ২০০৫ সাল থেকে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। সে বছর তিনি আমস্টারডাম পুলিশের একটি টিমে যোগ দেন যারা এধরনের হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করতে কাজ করে। এধরনের মামলাকে বলা হয় কোল্ড কেস। ডাচ পুলিশ বলছে কোনো হত্যাকাণ্ডের তিন বছর পরেও যদি এর রহস্য সমাধান করা না যায় তখন সেটি 'কোল্ড কেসে' পরিণত হয়। রহস্য উদঘাটনে সব ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি এবং তার এক সহকর্মী প্রতিবেশী জার্মানি ও বেলজিয়ামের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন তারা এধরনের আরো বেশ কিছু নারীর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানতে পারেন যাদেরকে এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এর পর এই তিনটি দেশের পুলিশ ২২ জন অজ্ঞাত পরিচয় নারীর একটি তালিকা তৈরি করে যাদের হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে তারা হিমশিম খাচ্ছে। এবিষয়ে তারা ইন্টারপোলের সহযোগিতা চায়। বেলজিয়ান পুলিশ এধরনের সাতটি, জার্মানি ছয়টি এবং নেদারল্যান্ডস নয়টি হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে। এই ২২ জন নারীর বেশিরভাগেরই বয়স ১৫ থেকে ৩০। পুলিশ বলছে নিহতদের নাম পরিচয় এবং কারা তাদের হত্যা করেছে এসব না জানার কারণে তাদের মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। পুরো তালিকাটি ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে নিহত নারীদের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু তথ্য, যেসব জিনিসের সাহায্যে তাদের চিহ্নিত করা যেতে পারে সেসবের কিছু ছবি যেমন পোশাক, গহনা, উল্কি। এছাড়াও কয়েকজন নারী দেখতে কেমন তার একটা ধারণা পাওয়ার জন্য প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের মুখ পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এসব মামলার বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরে হয়েছে। ফরেনসিক গোয়েন্দা সারিনা ভান লিওভেন বলছেন এসব ঘটনায় কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া রহস্য সমাধানের জন্য খুবই জরুরি। আপনার যদি নাম না থাকে, আপনার কোনো গল্প পাওয়া যাবে না। আপনি তখন শুধু একটি নম্বর। এবং একজন মানুষ তো কোনো নম্বর নয়, বলেন তিনি। ইউরোপের এই অংশে সীমান্ত উন্মুক্ত থাকার কারণে লোকজন এক দেশ থেকে আরেক দেশে অবাধে ও খুব সহজে চলাচল করতে পারে। ইন্টারপোলের ডিএনএ ইউনিটের সমন্বয়কারী ড. সুসান হিচিন বলছেন বিশ্বজুড়ে অভিবাসন ও মানব পাচারের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে নিজেদের দেশের বাইরেও লোকজনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে তাদের মৃতদেহ শনাক্ত করা কঠিন হয়। তিনি বলেন, নারীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হামলা এবং পাচারের মতো ঘটনা। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইসব নারীকে তাদের নাম ফিরিয়ে দেওয়া।

পাকিস্তানে বিক্ষোভসহিংসতায় নিহত আটজন, শতশত বিক্ষোভকারী আটক

তবরেজ খান

দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক ই ইনসাফ (পিটিআই) নেতা ইমরান খানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আট দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে দেশটির আদালত।

পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ডন জানাচ্ছে, আদালতে এনএবি ইমরান খানের ১৪ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিল। তবে ইমরান খানের আইনজীবীরা এটার বিরোধিতা করেন।

এদিকে মি.খানকে গ্রেফতারের পর থেকে পাকিস্তানজুড়ে যে বিক্ষোভ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তাতে ৮ জন নিহত হয়েছে এবং প্রায় এক হাজার বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পিটিআই নেতা ফাওয়াদ চৌধুরী, আসাদ উমরকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ইসলামাবাদ হাইকোর্ট চত্বর থেকে বুধবার এই দুই নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ইসলামাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, পিটিআই এর সেক্রেটারি জেনারেল আসাদ উমর ইমরান খানের গ্রেফতারের ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ করতে সুপ্রিম কোর্ট যাচ্ছিলেন, তখন তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগের মামলায় মি, উমরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানাচ্ছে পুলিশ। এদিকে পিটিআই দাবি করছে ইসলামাদ পুলিশ শাহ মাহমুদ কোরেশিকেও গ্রেফতার করেছে।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, পাঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখাওয়ায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পিটিআই নেতা ইমরান খানকে গ্রেফতারের পর থেকে পাকিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে বিক্ষোভ শুরু হয়, সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দেশজুড়ে ইমরান খানের দলের কর্মীরা যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তা 'ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ' বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। এর আগে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার সেনাবাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পাঠায়। এতে লাহোর, মুলতান, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সলাবাদ এবং অন্যান্য জেলা শহরে সেনা মোতায়েনের কথা বলা হয়। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কর্তৃপক্ষ জানান, পেশাওয়ারের বিভিন্ন জায়গায় সহিংস বিক্ষোভ চলার সময় অন্তত ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, তারা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দাঙ্গাকারীদের ধরার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানে গত কয়েক মাস ধরে চলা রাজনৈতিক সংকট এবং চরম উত্তেজনার মধ্যে মঙ্গলবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেফতার করা হয়। সাবেক এই ক্রিকেটার অভিযোগ করেছিলেন যে একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তানের খুবই ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী অবশ্য পাল্টা জবাবে এর কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছিল। একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ৫০ বিলিয়ন রুপির বৈধতা দেওয়ার বিনিময়ে কয়েক বিলিয়ন রুপি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ইমরান খান এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে।

গত বছর এপ্রিলে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত হন ইমরান খান। এরপর থেকে তিনি আগাম নির্বাচনের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছিলেন।

ইমরান খানের দল অভিযোগ করছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য মি. খানকে মিথ্যে মামলায় গ্রেফতার করেছে সরকার।

পাকিস্তানের সরকার অবশ্য ইমরান খানকে গ্রেফতারের পেছনে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র কথা অস্বীকার করেছে।

সরকারের আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ইমরান খানের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছে পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল একাউংটেবিলিটি ব্যুরো, যা পাকিস্তানের দুর্নীতি বিরোধী সর্বোচ্চ সংস্থা। আদালতে বার বার তলব করার পরও মি. খান হাজির হতে অস্বীকার করেছেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, যখনই তাকে আদালতে ডাকা হয়েছে, তিনি তার সময়মতো সেখানে গেছেন তাও আবার চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি পাওয়ার পর। পাকিস্তানে সাবেক সরকার প্রধান বা রাজনীতিকদের গ্রেফতার করা কোন নতুন ঘটনা নয়। তবে সেখানে সেনাবাহিনীকে এভাবে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার ঘটনা খুবই বিরল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত অনেক সেনা অভ্যুত্থান করেছে এবং তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তারাই দেশটি শাসন করেছে। ইমরান খান যখন ২০১৮ সালে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসেন তখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল। অনেক বিশ্লেষকের ধারণা, সেনাবাহিনী সাহায্য নিয়েই তিনি সেবার বিজয়ী হন। কিন্তু চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে একটা পর্যায়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। গত কয়েক মাসের ঘটনায় বোঝা যায়, তাদের সম্পর্ক এখন কতটা বৈরি হয়ে উঠেছে। ক্ষমতাচ্যূত হওয়ার পর ইমরান খান হয়ে ওঠেন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। এদিকে পাকিস্তানের অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা সংযম প্রদর্শন এবং আইনের শাসন বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেছে, এরকম পরিস্থিতিতে সংযম প্রদর্শন এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। পাকিস্তানের যেসব চ্যালেঞ্জ তা মোকাবেলা এবং দেশটি কোন পথে যাবে তা একমাত্র পাকিস্তানের জনগণই নির্ধারণ করতে পারে। সেটা করতে হবে আলাপআলোচনার মাধ্যমে এবং আইনের শাসন বজায় রেখে। গত নভেম্বর মাসে সমাবেশ চলাকালে তাকে হত্যার চেষ্টার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফকে দায়ী করেন ইমরান খান। তাকে হত্যা চেষ্টায় গোয়েন্দা বাহিনীর শীর্ষ এক কর্মকর্তার জড়িত থাকার অভিযোগও তুলেছিলেন মি খান। সামরিক বাহিনী ওই অভিযোগ অস্বীকার করলে ইমরান খান মঙ্গলবার আদালতে যাবার আগে এক ভিডিও বার্তায় জোর দিয়ে আবারও ওই অভিযোগ তোলেন। আমার মিথ্যা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। ওই ব্যক্তি আমাকে দুই বার হত্যার চেষ্টা করেছে। আর যখন তদন্ত হবে আমি প্রমাণ করবো যে ওই ব্যক্তি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছেন এবং তার সাথে পুরো এক বাহিনী জড়িত। সবাই জানে যে কে তিনি। আমার প্রশ্ন হলো একটি দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কি এফআইআর করার কোনও অধিকার নেই?

জানা অজানা

অবতরণ ও উত্তরণ

সুনীল কুমার দে

অবতরন মানে উপর থেকে নিচে নেমে আসা আর উত্তরণ মানে নিচে থেকে উপরে উঠা।ভগবান অবতরন করেন তাই তিনি অবতার।সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর ছোট্ট মানুষ টি হয়ে নিচে নেমে আসেন।সাধারণ মানুষের মতো সুখ দুঃখ,হাঁসি কান্না,ক্ষুধা তৃষ্ণার কবলে পড়েন।ভগবান কখন অবতরণ করেন?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলেছেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।সাধুদের পরিত্রান ও দুষ্টদের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ন হই।ভগবান এখানে অবতীর্ন অর্থাৎ অবতরনের কথা বললেন।রাম,কৃষ্ণ,চৈতন্য,বুদ্ধ ,খ্রিষ্ট,রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতরণ করেছিলেন তাই ইনারা সবাই অবতার।মানব কল্যানের জন্য ও ধর্মের সংস্থাপনের জন্য মানব শরীর ধারণ করে এসেছিলেন।ভগবান অবতরণ করেন আর সাধারণ মানুষ জন্ম নেয়।অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উত্তরণ হয়।মানুষ নিচে থেকে উপরে উঠে।পশু থেকে মানুষ আবার মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়।মানুষ সাধনার দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা বড় হয়,মহান হয়,মহাপুরুষ হয় ও দেবতা হয়।একে বলে উত্তরণ।যেমন রত্নাকর , দস্যু থেকে আদি কবি বাল্মীকি হলেন।অঙ্গুলিমাল,দস্যু থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুক হলেন। জগাই মাধাই,মাতাল ও গুন্ডা থেকে ভক্ত হলেন।গিরিশ ঘোষ, মাতাল,লম্পট ও চরিত্রহীন থেকে মহাকবি ও ভক্ত হলেন।অর্থাৎ এদের সবার উত্তরন হলো।নিচে থেকে এরা সবাই উপরে উঠলেন ও মহান হলেন।রামপ্রসাদ,কমলাকান্ত,বামাক্ষেপা, নিগমানন্দ, প্রণবানন্দ, বিবেকানন্দ, লোকনাথ, অনুকুল প্রভৃতি সাধক ও মহাপুরুষেরা যোগ,তপস্যা ও সাধনার দ্বারা সাধারণ মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন অর্থাৎ ইনাদের সবার উত্তরণ হয়েছিলো।

এই হলো অবতরণ ও উত্তরনের মধ্যে প্রভেদ।

পাঠকের চিঠি

এই পৃথিবীতে কেউ নিজের নয় আবার কেউ পর ও নয়

এই পৃথিবীতে কেউ নিজের নয় আবার কেউ পর ও নয়।আপনারা বলবেন,এ কেমন কথা,সংসারে মা আছে,বাবা আছে,ভাই বোন আছে,পতি পত্নী আছে,নাতি নাতনি আছে,বন্ধু বান্ধব আছে ,এরা তো সবাই আপন জন ও নিজের লোক তবু বলছেন এ জগতে কেউ আপন নয়।এই সব আপন জন গুলো কিছু সময়ের জন্য ও কিছু দিনের জন্য।এই মায়ার সংসারে সব কিছু স্বার্থের সম্বন্ধ।স্বার্থ ফুরালে বুড়ো আঙ্গুল।আসার সময় কেউ সাথে আসে নি আবার যাওয়ার সময় ও কেউ সাথে যাবে নি।আগেও কেউ সাথে ছিলো না আবার পরেও কেউ সাথে থাকবে না।এ জগতে তাই কেউ পর নয় সবাই কে আপন করে নিতে হয়।আর আপন করার মুল মন্ত্র হলো ভালোবাসা।সবাই কে ভালোবাসতে পারলে এই পৃথিবীটা আপন হয়ে যাবে।কেউ পর থাকবে না,কেউ শত্রু থাকবে না।আমরা শত্রু তৈরি করি।কাউ কে ঘৃণা করলে,কাউ কে গালি দিলে,তার নিন্দা করলে ও বদনাম করলে সে কি কখনো আরতি দেখাবে ও ভালোবাসবে।তাই শত্রু ও মিত্র বানানো নিজের হাতে।তুমি ভালোবাসা দিলে তুমিও ভালোবাসা পাবে ও জগৎ তোমার হয়ে যাবে।সবাই আপন হয়ে যাবে।তাই আমি বললাম এই পৃথিবীতে কেউ আপন নয় আবার কেউ পর নয়।সবাই কে আপন করে নিতে হয় নইলে নিজের লোক ও নিজের হয় না।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

গরু পাচার নিয়ে অমিত শাহকে কেন নিশানা তৃণমূল কংগ্রেসের?

কলকাতা ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের মামলায় কেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে জেরা করা হবে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী।

গরু পাচার সম্পর্কিত মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার এক প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল, তার কন্যা এবং দেহরক্ষী সহ গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেকেই। কেন্দ্রীয় এজেন্সি বছর দুয়েক ধরে তদন্ত চালাচ্ছে গরু পাচার নেটওয়ার্ক নিয়ে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জীর প্রশ্ন, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অমিত শাহের অধীনে থাকা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, তাই মি. শাহকেও কেন জেরা করা হবে না?

এই প্রসঙ্গে বিজেপি তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ নিয়ে বলছে যে বিএসএফের মধ্যে যারা গরু পাচারে যুক্ত ছিলেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গরু পাচারের বিশাল নেটওয়ার্কে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সংশ্লিষ্টতা থেকে নজর ঘোরাতেই অমিত শাহের নাম আনা হচ্ছে বলেও তারা মন্তব্য করছে।

বীরভূমে এক জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী মঙ্গলবার বলেন, গরু চোর ধরতে বেরিয়েছে সব।

এই কথাটি সম্ভবত তিনি কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলির উদ্দেশ্যে বলেন, যারা প্রায় দুবছর ধরে গরু পাচার নেটওয়ার্ক নিয়ে তদন্ত করছে। ওই মামলাতেই বীরভূমের প্রতাপশালী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই মামলার তদন্তে বহু ভুয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের এবং কীভাবে গরু পাচারকারীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন তিনি, তারও খোঁজ পাওয়া গেছে, এমনটাই অভিযোগ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির।

মি. ব্যানার্জী তার ভাষণে আরও বলেন, তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছে। তদন্ত তন্তের মতো চলবে। আমি কাউকে ডিফেন্ড করছি না। কিন্তু ইডি চার্জশিটে বলেছে, বিএসএফ গরু পাচারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দিয়েছে। বিএসএফ কার অধীনে? অমিত শাহের অধীনে। তাহলে তাঁকে কেন গ্রেফতার করা হবে না?

বিবিসি ২০২০ সালেই রিপোর্ট করেছিল যে বিএসএফের মহাপরিচালককে ২০১৬ সালে চিঠি দিয়ে পাচারকারীদের সঙ্গে বাহিনীর এক শ্রেণীর অফিসারের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সতর্ক করেন এক জুনিয়র বিএসএফ অফিসার। কোন অফিসাররা পাচারকারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অভিযোগ করা হয়েছিল সেই চিঠিতে। ওই চিঠিতে লেখা হয়েছিল, ফারাক্কায় অবস্থিত ২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের অফিসারদের কলকাতায় দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে যাতে পাচারকারীদের কথা শুনে চলা হয়। চোরাচালান করতে দিতে নির্দেশ আসছে। আবার বাহিনী

সরিয়ে নিয়ে পাচারের কাজে সুবিধা করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা বিএসএফ সদর দপ্তর ওই অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় নি দীর্ঘদিন। কয়েকজনকে শুধু দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি প্রথম সামনে আসে ২০১৮ সালে কেরালায় বিএসএফের একজন কমান্ডান্ট জিবু ম্যাথ্যু বিপুল পরিমাণ নগদ সহ ধরা পড়ার পরে। ততদিনে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির তদন্ত শুরু হয়ে গেছে।

২০২০ সালে আরেক কমান্ডান্ট সতীশ কুমারও গ্রেপ্তার হন, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়ে যান তিনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএসএফ কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন, যাদের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তোলা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনকে প্রায় বিনা বাধায় চাকরী, এমনকি দেশ ছেড়ে চলেও যেতে দেওয়া হয়েছে। আরেকজন শীর্ষ অফিসার ফিরে গেছেন নিজের রাজ্যে এবং উচ্চপদে চাকরীও করছেন।

মি. ম্যাথ্যু গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় চার বছর পরে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে আবারও ধরা পড়েন কমান্ডান্ট সতীশ কুমার। বিএসএফ কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন, গরু পাচারের সর্বশেষ যে চক্রটি চলছিল, তা শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। ঘটনাচক্রে ধৃত কমান্ডান্ট সতীশ কুমার ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৭ মার্চ পর্যন্ত মালদা এবং মুর্শিদাবাদে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৬টি ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘদিন দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের খবরাখবর যোগাড় করতেন প্রাক্তন সাংবাদিক চন্দন নন্দী বলছেন, শুধু যে বিএসএফের অফিসারেরা ওই পাচারকারীদের সঙ্গে যোগসাজস রাখতেন, তা নয়, স্থানীয় পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা এবং শুল্ক দপ্তরের একাংশও জড়িত থাকত চক্রের সঙ্গে।

এতদিন পরে, কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলি সেই নেটওয়ার্ক খুঁজে বার করছে।

মি. নন্দীর কথায়, যে র‍্যাঙ্কের অফিসারেরা পাচার নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠছে তারা খুবই উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তাই বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যতটা গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টিতে নজর দেওয়া উচিত ছিল, তার কিছুই করা হয় নি। বিএসএফের দায়িত্ব ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়দায়িত্বের একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। ক্ষমতাসীন দল যতটা চাইবে, তদন্ত ততটাই এগোবে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলটির কি কি রাজনৈতিক লাভ হতে পারে, সেই বিষয়টা তারা মাথায় রেখেই তদন্ত এগোচ্ছে, বলছিলেন চন্দন নন্দী।

তার কথায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তো একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল যে গরু পাচারের সঙ্গে যারাই জড়িত, সে যত বড় নেতাই হোন না কেন, নিজের দলের বা অন্য কোনও দলের, অথবা তিনি যত বড় অফিসারই হোন না কেন, কাউকে ছাড়া হবে না।

'কাউকে ছাড়া হবে না, এটাই আমাদের নীতি' বিজেপি বিজেপি বলছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পদক্ষেপ নিয়েছে বলেই তো গরু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত এতজন ধরা পড়ছে।

বিজেপির মুখপাত্র কেয়া ঘোষের কথায়, পদক্ষেপ না নিলে কী বিএসএফের পদস্থ কর্মকর্তারা কি গ্রেপ্তার হতেন? কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও দুর্নীতি বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। শুধু এই ঘটনায় নয়, যত বড় প্রভাবশালীই হোন না কেন, যত বড় অফিসারই হোন না কেন, কাউকে ছাড়া হবে না, এটাই আমাদের সরকারের নীতি, বলছিলেন কেয়া ঘোষ।

তার কথায়, একের পর এক দুর্নীতির ঘটনায় ধরা পড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করছেন অভিষেক ব্যানার্জী।

চট্টগ্রামে ডায়রিয়ার প্রকোপ, কলেরার জীবাণু পেয়েছেন চিকিৎসকেরা

চট্টগ্রাম ঃ চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাঁদের বেশিরভাগই আসছেন শহরের বাইরে থেকে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় ডায়রিয়ার রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। চট্টগ্রামের কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন গত বছরের তুলনায় এই বছর ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। আক্রান্তদের অনেকের মধ্যে 'ভিব্রিও কলেরি' অর্থাৎ কলেরার জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার শামীম আহসান। তবে ঠিক এই কারণেই যে ডায়রিয়ার রোগী বেড়েছে বলে মনে করছেন না চিকিৎসকেরা। কারণ তীব্র তাপপ্রবাহে বিশুদ্ধ পানি বা খাবার গ্রহণ না করা হলেও ডায়রিয়ার সমস্যা হতে পারে। চট্টগ্রামে ডায়রিয়ার এরকম প্রাদুর্ভাবের কারণ জানতে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) একটি দল এখন চট্টগ্রামে অবস্থান করছে। উপজেলাগুলো পরিদর্শন ও বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পরে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেবে গবেষক দল। তদন্ত প্রতিবেদন পাবার পরেই ডায়রিয়ার মূল কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক তাহমিনা শিরিন। জানা যাচ্ছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের বেশিরভাগই আসছেন শহরের বাইরে থেকে। মি. আহসান জানান, প্রতি মাসে গড়ে দুইশো রোগী ভর্তি হতো। এপ্রিলের শেষের দিকে রোগীর সংখ্যা কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু মে মাসে আরও বেড়ে গেছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ৩৬০ জন রোগী ভর্তি হয়েছে বলে জানান তিনি। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই শিশু বলে জানাচ্ছেন মি. আহসান। এছাড়াও সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী আনোয়ারা, বোয়ালখালি, বাঁশখালি, পটিয়া এই চারটা উপজেলায় ডায়রিয়ার রোগী বেশি। কী কারণে বেশি সেই কারণ অনুসন্ধান করছেন বিশেষজ্ঞ দল। তবে চট্টগ্রামের ডেপুটি সিভিল সার্জন ড.ওয়াজেদ চৌধুরী ধারণা করছেন, নদীর লবণাক্ত পানি, অতিরিক্ত গরম আর খাবার এই তিনটিই ডায়রিয়া রোগী বাড়ার মূল কারণ হতে পারে। ডায়রিয়া জলবাহিত রোগ। অতিরিক্ত গরমের সময় বিভিন্ন কারণে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চট্টগ্রামে ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন লবণাক্ত পানির কারণেই সেখানে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এখানে উল্লেখ্য চট্টগ্রামে ওয়াসার পানিসহ বিভিন্ন এলাকায় পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাবার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন শুধু লবণাক্ত জলের জন্যই ডায়রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা এত বাড়ার কথা নয়। স্যালাইনিটির জন্য যেটা হয় সেটা হলো অসমোটিক ডায়রিয়া। এরকম ডায়রিয়া হলে রোগী দুইচারবার টয়লেটে যেতে পারে। এর চেয়ে তীব্র কিছু হবে না। আর শুধুমাত্র গরমের জন্যই এরকম ডায়রিয়া হবার কথা নয় বলছিলেন ব্রিগেডিয়ার শামীম আহসান। চট্টগ্রামে যেসব এলাকা থেকে রোগী বেশি আসছে সেখানে পানিতে সমস্যা রয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তীব্র গরমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পানি সংকট তৈরি হয়েছে , অনেকে হয়তো বিশুদ্ধ পানি গ্রহণ করতে পারছেন না। এখানে কিছু উঁচু জায়গা আছে, যেখানে জল টিউবওয়েল বা পাম্পগুলোতে আসছে না। সেসব জায়গার মানুষ পুকুরের পানি বা অন্য কোনও জায়গার জল ব্যবহার করছে, ফলে তাদের সমস্যা হচ্ছে বলে মনে করছেন মি. আহসান। চিকিৎসকরা বলছেন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের অনেকের নমুনা পরীক্ষা করে তারা কলেরার জীবাণু পেয়েছেন। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ড. মামুনুর রশিদ জানান, তার হাসপাতালে সম্প্রতি ডায়রিয়ার রোগীর পাশাপাশি কলেরার রোগীও বাড়ছে। যাদের ডায়রিয়া হয় তাদের অনেকের লক্ষণ দেখে আমরা ভিব্রিও কলেরির পরীক্ষা করে থাকি। এখন যারা ডায়রিয়ার রোগী আসছেন তাদের অনেকের মধ্যে কলেরার জীবাণু পাচ্ছি আমরা। সারা বছরই আমরা ডায়রিয়ার রোগীর চিকিৎসা করি। কিন্তু এখন সেই সংখ্যা বেড়ে গেছে। কলেরার জীবাণু মিলছে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ রোগীর দেহে বলছিলেন ড. মামুনুর রশিদ। তিনি বলছিলেন তার হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছেন কর্মজীবী অর্থাৎ যারা কাজের জন্য বাইরে বের হচ্ছেন তারা ডায়রিয়া বা কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে এসব কর্মজীবী মানুষ বাইরে যে জল বা খাবার গ্রহণ করছেন সেগুলো হয়তো বিশুদ্ধ নয় বলে মনে করছেন ড. রশিদ। এছাড়া, রাস্তার খাবার, লেবুর শরবত - এসব ডায়রিয়ার জীবাণুগুলোর অন্যতম উৎস। ড. রশিদ মনে করছেন , প্রাপ্তবয়স্ক যারা ঘরের বাইরে যাচ্ছেন তারা হয়তো একসাথে এসব খাচ্ছেন এবং রোগটি ছড়াচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, কলেরার জন্য দায়ী একটি বিশেষ ব্যাকটেরিয়া এবং এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনটাই কলেরা। কলেরার জীবাণুতে আক্রান্ত হলে শরীরে ডায়রিয়ার দেখা দেয় ও রোগী ক্রমাগত বমি করতে পারে। এছাড়া শরীরেও নানা লক্ষণ দেখা দেয়। বিশেষ করে রোগী বারবার বমি ও মলত্যাগ করতে থাকে। এছাড়া রোগী জলের তৃষ্ণা বেড়ে যেতে পারে। আবার দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়া কিংবা হার্টবিট বেড়ে যেতে পারে অনেকের। আবার অনেক রোগীর রক্তচাপও কমে যেতে দেখা যায়। আর কারও অবস্থা জটিল হয়ে গেলে কিডনি ফেইলিউর হলে, শকে চলে গেলে বা প্রস্রাব কমে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা গেলে মাইক্রো বায়োলেজিক্যাল পরীক্ষার দরকার হয়। সব ধরনের ডায়রিয়ার চিকিৎসা একটাই আর সেটি হল শরীর থেকে বের হয় যাওয়া জল ও লবণ আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ডায়রিয়ার জীবাণু ছড়ানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হচ্ছে জল। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যে ডায়রিয়া হয় তার মধ্যে প্রধান কারণ কলেরা এবং ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া। এগুলো ছড়ানোর মাধ্যমই হচ্ছে এসব জীবাণু দ্বারা দূষিত জল ও পচা বাসি খাবার। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুযায়ী, ডায়রিয়ার একটি ফর্ম হলো কলেরা, যার জীবাণু সাধারণত অপরিচ্ছন্ন খাবার বা দূষিত জল থেকে আসে। ডায়রিয়া প্রতিরোধে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হচ্ছে খাবার প্রস্তুত করা, স্পর্শ করা, পরিবেশন করা ও খাবার খাওয়ার আগে টয়লেট থেকে বের হয়ে বা বাইরে থেকে ফিরে এসে হাত ধুয়ে নেয়া। কারণ হাত দিয়েই মানুষ সবকিছু স্পর্শ করে এবং সবচেয়ে বেশি জীবাণু বহন করে। ২৪ ঘণ্টায় তিন বা তার বেশি বার পাতলা পায়খানা হলে সেটিকে সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। শুরুর দিকে বমি হয়ে থাকে। এছাড়া থাকে পেট কামড়ানো - এগুলো ডায়রিয়ার মূল লক্ষণ। এরকম হলে সাবধান হতে হবে। ড. মামুনুর রশিদ বলছেন, কলেরা হলে চিকিৎসকরা বলেন রাইস ওয়াটার স্টুল। অর্থাৎ চালধোয়া জলের মতো দেখতে পাতলা পায়খানা হবে প্রচুর পরিমাণে। রোগী বারবার বাথরুমে যাবে। অনেকের ২০ থেকে ২৫ বারও বাথরুমে যাবার অভিজ্ঞতা হতে পারে। অনেক সময় অনেক রোগীর আর শক্তি থাকে না বাথরুমে আসা যাওয়ার মতো। কলেরায় খুবই দ্রুত শরীরে পানি শূন্যতা তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে রোগী দ্রুত নিস্তেজ হয়ে যাবেন এবং শকে চলে যাবেন। তাই কলেরার বেলায় হাসপাতালে নিতে কোনভাবেই দেরি করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন ড. মামুনুর রশিদ।

দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজ্যের ২৭ লক্ষ পরিবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের সুভারাম্ভ

অসমে সৃষ্টি হওয়া কাজ করার পরিবেশের সুযোগ গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাদের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমে বর্তমান বিরাজ করছে এক অনন্য পরিবেশ। বন্ধ সংস্কৃতি বিহীন, আঃদোলন হীন এই ইতিবাচক কাজ করার পরিবেশের সুযোগ নেওয়ার জন্য সরকারের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসমের ২৭ লক্ষ পরিবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক ভাবে সুভারাম্ভ করে তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যের এই পরিবেশের সুযোগ না নিতে পারলে আগামী ৫০ বছরেও এই ধরনের অনন্য সুযোগ পাওয়া যাবে না। রেশন কার্ড থাকা প্রত্যেক পরিবারের জন্য আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ শুরু হলেও আগামী আগস্ট মাস থেকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ক্যাশলেস লোকসেবক আরোগ্য যোজনা শুরু করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ১৪ এপ্রিল অসম সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুয়াহাটি এইমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পাশাপাশি জন আরোগ্য যোজনার অধীনে রাজ্য আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন। সেদিন কয়েকজন ব্যক্তির হাতে আয়ুষ্মান কার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। অসম সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে রাজ্যের ২৭ লক্ষ পরিবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রত্যেক মন্ত্রী, অধিকাংশ বিজেপি বিধায়ক, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ, রাজ্য বিজেপির সভাপতি, বিটিআর প্রধান, কার্বি স্বস্বাস্থিত পরিষদের প্রধান, মুখ্য সচিব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত নিজের বক্তব্য তুলে ধরার পর মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ২০২১ সালের ১০ মে এই সরকার শপথ নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এই দুই বছরে সরকারের উপলব্ধি সম্পর্কে অবগত করিয়ে তিনি বলেন অসমের অরুণোদয় প্রকল্প ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্য গ্রহণ করেছে। দেশের একাধিক নির্বাচনে এই প্রকল্পের রূপ ইস্তাহারে স্থান পাচ্ছে। সারা দেশজুড়ে এটা সমাদর পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পাঁচ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত জন আরোগ্য যোজনার অধীনে প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে বর্তমান রাজ্যের ৩০ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হচ্ছে। মূলত ২০১১ সালের আর্থসামাজিক সমীক্ষা অনুযায়ী দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হওয়া এই ৩০ লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে এছাড়াও বহু দরিদ্র পরিবার রয়েছে যাদের এই চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এনএফএফএস ডেটাবেস থেকে পাওয়া এই অতিরিক্ত দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থে কেন্দ্রের অনুমোদন অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের ৮৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা এনএফএফএস ডেটাবেসের অধীনে রয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান রাজ্যের ৫৭ লক্ষ পরিবারের রেশন কার্ড রয়েছে। এই সংখ্যা ৬২ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বর্তমান ৩০ লক্ষ পরিবারের হাতে রয়েছে। বাকি থাকা ৩২ লক্ষ পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এখানে পার্থক্য শুধু একটি যে প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ডের খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যেরটি অসম সরকার। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুষ্মান কার্ড ধারকরা দেশের যে কোন রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে থাকা যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারবেন বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসম এই ধরনের ৩০০ টি হাসপাতাল রয়েছে। তাছাড়া সারা দেশে রয়েছে দুই থেকে তিন হাজার হাসপাতাল। বর্তমান এক কোটি ৩৫ লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ডের প্রিন্টিং অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তিনি বলেন রাজ্য বাসীর জন্য এটা অনন্য উপহার। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের এক অনবদ্য প্রয়াস। এই দুই বছরের সময়সীমায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং গুয়াহাটি এইমসের উপহার অসমবাসীকে তুলে দিয়েছেন। তিনটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে অসমে মেডিকেল সিট ৭২৭ টি থাকার বিপরীতে বর্তমান রয়েছে ১৫০০ টি। একইভাবে স্নাতকোত্তরের ৩৯৫ টি আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭২২ টি হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে বর্তমান ১২ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া ৯ টির নির্মাণের কাজ চলছে। চলতি বছর শিবসাগর এবং করিমগঞ্জের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হবে। আগামী বছর গুয়াহাটিতে আরেকটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল নির্মাণে কাজ সম্পূর্ণ হবে। ২০২৫ সালে চরাইদেউ, বিশ্বনাথ জেলায় এবং ২০২৬ সালে মরিগাঁও, ধেমাঝি ইত্যাদি জেলায় নির্মাণ করা হবে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পিপিপি মডেলে সাতটি ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ কাজ চলছে। সর্বমোট ১৭ টি ক্যান্সার হাসপাতালের এক বৃহৎ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

‘অনিয়মের দায়ে’ বার্সেলোনার ১৮৩ কোটি টাকা জরিমানা

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ খেলোয়াড়দের অর্থ পরিশোধে অনিয়মের দায়ে জরিমানা গুনতে হচ্ছে বার্সেলোনাকে। স্পেনের কর কর্তৃপক্ষ কাতালুনিয়ার ক্লাবটিকে ১ কোটি ৫৭ লাখ ইউরো জরিমানা করেছে, যা ১৮৩ কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি। সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের ভিত্তিতে জরিমানার খবরটি দিয়েছে স্প্যানিশ ভাষার সংবাদমাধ্যম এল কনফিডেনশিয়াল। বার্সেলোনার বিরুদ্ধে অর্থ প্রদানে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয় ২০১৯ সালে। তদন্তে ক্লাবটির ২০১৫ ও এর পরবর্তী সময়ের লেনদেন খুঁজে দেখা হয়। এল কনফিডেনশিয়ালের প্রতিবেদন বলছে, খেলোয়াড়দের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি অনিয়ম পেয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা। এর মধ্যে আছে খেলোয়াড়দের অডি ব্র্যান্ডের গাড়ি সরবরাহ ও চার্টার ফ্লাইটের অর্থ পরিশোধ করেও নথিভুক্ত না করা এবং আর্দা তুরান ও অ্যালেক্স সং ক্লাব ছাড়ার পর তাঁদের চূড়ান্ত প্রদেয় অর্থের ভুল হিসাবনিকাশ। অর্থ প্রদানের অনিয়মের তদন্তটি চালানো হয় ‘নেগ্রেইরা মামলা’র সমান্তরালে। নেগ্রেইরা মামলা হচ্ছে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রেফারিকে অর্থ প্রদান করে ম্যাচের ফল প্রভাবিত করাবিষয়ক আনুষ্ঠানিক অভিযোগ।

গত মার্চে সরকারি কৌঁসুলিরা বার্সেলোনার বিরুদ্ধে রেফারিকে ২০০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৭৩ লাখ ইউরো (মুদ্রায় প্রায় ৮৪ কোটি ৭৭ লাখ ৯৬ হাজার টাকা) দেওয়ার অভিযোগ আনেন। এই রেফারি স্প্যানিশ রেফারিং কমিটির সাবেক সহসভাপতি হোসে মারিয়া এনরিক নেগ্রেইরা। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ওই ১৯ বছরে ৮৪ কোটির বেশি টাকা দেয় বার্সা। সরকারি আইনজীবীরা এ নিয়ে বার্সার বিরুদ্ধে খেলাধুলায় দুর্নীতি ও ব্যবসায়িক কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছেন। নেগ্রেইরা মামলায় চূড়ান্ত রায় এখনো আসেনি। এর মধ্যে অর্থ প্রদানে অনিয়মের ঘটনার প্রমাণ মেলায় বার্সেলোনাকে আর্থিক জরিমানা করেছে কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ সফরের মধ্যে ভারতে খেলতে যাবে আফগানিস্তান

কাবুল (ওয়েবডেস্ক) ঃ আগামী মাসে বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে আসার কথা আফগানিস্তান দলের। আইসিসির ভবিষ্যৎ সফর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সফরে আফগানদের দুটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা। কিন্তু ভারতের মাটিতে সিরিজ খেলার সুযোগ পেয়ে বাংলাদেশ সফরের সূচি পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে আফগান ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানরা একটি টেস্ট ও একটি টি-টোয়েন্টি কম খেলতে চাইছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সিরিজের ফাঁকে ভারতের বিপক্ষে সাদা বলের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে আফগানরা। ভারত সিরিজ শেষ করে আবার বাংলাদেশে ফিরবে রশিদ খানের দল। এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে দুই দল। আজ ইংল্যান্ডে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে সফর করা বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউনুস রশিদদের দুই ভাগে সিরিজ খেলার বিষয়টি জানান, ‘এটা আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল। যেহেতু মাঝে কোরবানির ঈদ আছে। তারা চেয়েছে এখানে একটা সংস্করণে খেলে ভারত চলে যাবে। সেখানে ভারতের সঙ্গে একটা সিরিজ আছে। সেটা খেলার জন্য তারা চলে যাবে। এখানে একটা টেস্ট ম্যাচ হবে। এরপর ঈদের সময় ওরা ভারতে সিরিজ খেলতে যাবে। সিরিজ খেলে এসে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। এটা আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল। তারা ভারত সিরিজ নিয়ে খুব রোমাঞ্চিত। সিরিজটি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর ওরা আমাদের এই সূচিতে খেলার অনুরোধ করেছে।’ বিসিবির এতে আপত্তি নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি, ‘আমরা মেনে নিয়েছি। কারণ, আমাদের এখানেও ছুটি। কোরবানির ঈদের মধ্যে খেলোয়াড়েরা ছুটিতে থাকবে। তাই এতে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না।’ দুই দলের একমাত্র টেস্টের ভেন্যু এখনো নিশ্চিত হয়নি। ম্যাচটি সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে খেলার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ‘এ’ দলের বিপক্ষে টানা তিনটি চার দিনের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। এরপর একই মাঠে টেস্ট ম্যাচ খেলানো ঠিক হবে কি না, সেটা নিয়ে ভাবছে বিসিবি। জালাল ইউনুস জানান, ‘আফগানিস্তানের বিপক্ষে আমাদের দুটি টেস্ট হওয়ার কথা ছিল। আমরা একটা টেস্ট কমিয়ে এনেছি। এখন একটা টেস্ট, তিনটা ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি খেলব। এটাই সূচি। যেহেতু আগের সূচিতে পরিবর্তন হয়েছে, এটা নিয়ে আফগানিস্তান বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আমার মনে হয়, আজকালের মধ্যে ভেন্যু চূড়ান্ত হয়ে যাবে, কোথায় খেলা হবে। আমরা গ্রাউন্ডস কমিটির সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বিষয়টি দেখছে।’

ম্যারাডোনাকে আনার জন্য রাস্তায় নেমে অর্থ জোগাড় করেছিল যে শহরের মানুষ

নেপলসঃ বাস্তবে না হলেও, ম্যারাডোনার অস্বিত্ব আছে ন্যাপলসের দেয়ালে, ১০ নম্বর জার্সিতে এবং মানুষের মনে।

ইতালির দক্ষিণের শহর নেপলস, যার পরিচয় ছিল একসময় মাদক, মাফিয়া ও অপরাধের স্বর্গরাজ্য হিসেবে। নেপলসের কথা উঠলেই সামনে এসব ভেসে উঠতো। কিন্তু এখন থেকে ৩৯ বছর আগে এই শহরের পরিচিতি বদলে দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার দিয়েগো ম্যারাডোনা।

ম্যারাডোনা ১৯৮৪ সালে যখন ইতালির নাপোলি ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন বিশ্ব ফুটবলের শীর্ষ তারকাদের একজন। স্পেনের বার্সেলোনা ছেড়ে তিনি ইতালির নাপোলিতে যোগ দেন। বার্সেলোনার তুলনায় নাপোলি তখন ছিল অনেক অপরিচিত একটি দল।

ম্যারাডোনা বলেছিলেন, নেপলস একটা পাগলা শহর, অনেকটা তার মতোই। সেখানে ফুটবলই জীবন। এই শহরের মানুষের ভালবাসো তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন। ম্যারাডোনার জীবন নিয়ে বই ‘টাচড বাই গডে-এ এসব কথা উঠে এসেছে।

ন্যাপলিটনরা পেয়েছিলেন গৌরবের উপলক্ষ্য এবং বিশ্বব্যাপী পরিচিতি। শুধু তাই নয়, নেপলসের সাথে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন ম্যারাডোনা। সেই ম্যারাডোনাকে এখনও নেপলসে আরাধনা করা হয়।

ম্যারাডোনা নাপোলিতে যোগ দেবার তিন মওশুম পরেই ইতালির লিগে চ্যাম্পিয়ান হয় নাপোলি। বিশ্ব ফুটবলে নাপোলি হয়ে উঠে এক পরিচিত নাম। ম্যারাডোনা নাপোলি ছাড়ার ৩৩ বছর পর নাপোলি আবারো চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

নেপলসে এসেই ম্যারাডোনা অনুভব করেন এই শহর ও এর মানুষেরা এমন সব সমস্যার ভেতর গিয়ে গেছেন যা ম্যারাডোনা নিজের জীবনে টের পেয়েছেন।

ম্যারাডোনার ব্যক্তিগত জীবনের মতোই নেপলস শহর ছিলে অগোছালো। এই শহরের মানুষ দরিদ্র হরেও তারা ছিলেন প্রচন্ড আবেগি।এখানেই ম্যারাডোনা নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন।

ন্যাপলস শহরটা ইতালির শহর হলেও ঠিক ইতালিয় নয়, এখানে দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও সন্ত্রাস ছিল তুঙ্গে।

ম্যারাডোনাকে বার্সেলোনা থেকে নিজেদের ক্লাবে সই করাতে স্পেনে গিয়েছিলেন নাপোলির স্পোর্টিং ডিরেক্টর অ্যান্তোনিও জুলিয়ানো, তিনি নিজেও ন্যাপলসের এক বস্তিতে বড় হয়েছেন।

তিনি ম্যারাডোনাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই বলে, ন্যাপলসে এলে তুমি হবে জীবন্ত এক ঈশ্বর। লোকে তোমার জন্য মরতেও রাজি।

ম্যারাডোনাকে তখনকার রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিয়ে কিনেছিল নাপোলি, তবে বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট শেষ মুহূর্তে এসে আরও ৫ লাখ পাউন্ড দাবি করে বসেন।

এই অর্থ জোগাড় করার জন্য নেপলসের মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে। ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট ‘গোল ডটকম’ এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে সে কথা তুলে ধরেছেন কার্লো গার্গানিজে। তিনি ইতালির একজন শীর্ষ ফুটবল বিষয়ক সাংবাদিক।

তিনি লিখেছেন, ন্যাপলসের লোকেরা পথে নেমে পড়েন, সবার কাছ থেকে অর্থ তোলা শুরু করেন, কুখ্যাত জনাকীর্ণ বস্তি থেকে ওঠে ম্যারাডোনার ট্রান্সফারের জন্য বাড়তি চাওয়া অর্থ।

সেদিন ম্যারাডোনারও বিশ্বাস হয়, এই লোকেরা আমার জন্য মরতেও রাজি।

ইতালির নেপলস শহরে মানুষের কাছে এতো বছর পরেও ম্যারাডোনা ‘ঈশ্বরের’ মতো ম্যারাডোনার এই পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়েছে ৩৩ বছর পর আবারো নেপলি যখন ইতালিয়ান লিগ জেতে। এই শহরের মানুষ ফুটবল নিয়ে এতোটাই পাগল যে গোটা রাত ধরে চলেছে আতশবাজি ফুটিয়ে জয়োৎসব। বিবিসির ফুটবল ফোকাসের করা একটি ডকুমেন্টারিতে নেপলসের এক ফুটবল সমর্থক বলেন, ফুটবলই আমাদের কাছে সবকিছু।

খুশি, ভালোবাসা, কষ্ট সবই ফুটবল, আমরা কিন্তু ইতালির পরিচয় আগে দেই না, আমরা আগে ন্যাপলিটন, এরপর ইতালিয়ান।

এই ডকুমেন্টারিতে ক্যালসিওন্যাপোলি টোয়েন্টি ফোর টিভির সাংবাদিক ভিনসেঞ্জো ক্রেডেনডিনো নিজের ছোটবেলার একটি খেলা দেখার স্মৃতিচারণ করছিলেন।

বাবার সাথে গিয়েছিলাম ম্যাচ দেখতে, আমি প্রশ্ন করেছিলাম আমরা কাকে সাপোর্ট করছি? বাবা বলেছিলেন, নীল জামা পরা লোকদের।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম কেন? বাবা দুটি উত্তর দিয়েছিলেন, এক এটা আমাদের শহরের দল, দ্বিতীয়ত ডিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা।

ম্যারাডোনা নাপোলিতে এমনই এক চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর্জেন্টিনার এক ফুটবলার, পেশার কারণে ফুটবল খেলতে এসে ইউরোপের একটি শহরের কাছে হয়ে উঠেছিলেন, ‘মেসিয়াহ’ বাংলায় যাকে বলে ‘অত্যাচারিত জাতির জন্য মুক্তিদাতা।’

নেপলির সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ফ্রান্সেস্কো ক্যারিন্যানি বিবিসির ফুটবল ফোকাসে বলেন, ইতালির সাথে নেপলসের একটা ঐতিহাসিক বিরোধ ছিল। এটা অনেকটা দক্ষিণের সাথে উত্তরের বিরোধের মতো একটা দ্বন্দ্ব, যা আপনি না চাইলেও মনে চলে আসে।

নেপলসের লোকেরা সবসময় মনে করে এসেছে ইতালি নেপলসকে তার প্রাপ্য সম্মান দেয়নি, আর ইতালির অন্যান্য শহরের অনেক লোকই ন্যাপলিটনদের খাটো করে দেখতো।

দক্ষিণের ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্বিত কিন্তু বিত্তবানরা বাস করতেন উত্তরে।

ম্যারাডোনা তখন শুধু একজন ফুটবলার হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার থেকে অনেক বেশি। তিনি শোষকদের বিরুদ্ধে কথা বলতেন।

একারণেই নেপলসের মানুষ ভেবে নিয়েছিল তখন, হয়তো সাধারণ মানুষের আনন্দকে মানুষের জন্য ম্যারাডোনা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন, ফ্রান্সেস্কো ক্যারিন্যানি

নাপোলির এক ফুটবল সমর্থক বলেন, হয়তো তিনি ঈশ্বর, হয়তো সাধু, হয়তো প্রেসিডেন্ট, হয়তো তিনিই সবকিছু।

ম্যারাডোনাকে অনেকটা পোপের মতো দেখা হতো নেপলসে। তাদের বিশ্বাস ম্যারাডোনা এই শহরে বিরাজ করেন এখনও। বাস্তবে না হলেও, ম্যারাডোনার অস্বিত্ব আছে ন্যাপলসের দেয়ালে, ১০ নম্বর জার্সিতে এবং মানুষের মনে।

তখন দেখা যেত কোনও মা ও মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে এবং পথে ম্যারাডোনার সাথে দেখা হলো, মা মেয়েটিকে ম্যারাডোনার কাছে এগিয়ে দিয়ে বলবে, আমার মেয়ের কপালে চুমু দিয়ে আশীর্বাদ করো, বলছিলেন ভিনসেঞ্জো ক্রেডেনডিনো।

ম্যারাডোনা নাপোলিতে এসেই এই ক্লাবের রূপ বদলে দিয়েছিলেন ৩০-৩৫ বছর আগে, ১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৮৯-৯০ এর ইতালিয়ান লিগ জিতেছিল নাপোলি, সেবারের পর এই ২০২৩ সালে আবারও শিরোপা এলো নেপলসে।

তবে ম্যারাডোনা শুধু ইতালিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি জয়ের ধারা, ইউরোপিয়ান শিরোপাও এনে দিয়েছিলেন নাপোলিকে।

লিগ জয়ের পর নাপোলির এক সমর্থক প্রশ্ন তোলেন, ন্যাপলস থেকে ম্যারাডোনাকে কখনোই কি আলাদা করা যাবে?

নাপোলি যোগ দেবার পর ম্যারাডোনার একটি বিখ্যাত উক্তি অনেকের মনে গভীর দাগ কেটেছিল।

আমি নেপলসের গরীব শিশুদের জন্য আদর্শ হতে চাই, কারণ ঠিক আমার মতোই, যেমনটা আমি বেড়ে উঠেছিলাম বুয়েনস এইরেসে, বলেছিলেন ম্যারাডোনা।

ম্যারাডোনা ফুটবল ইতিহাসের এমন এক চরিত্র যাকে অনেক মানুষই ভালোবেসেছেন, অনেকেই করেছেন সমীহ আর কেউ কেউ মনে করেন তিনি ঠিক আদর্শ হওয়ার মতো নন, অনেক সমালোচনা তার বিরুদ্ধে, কোনও কোনওটি আবার আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, কোনও কোনওটি তাকে দাঁড় করিয়েছিল নীতির কাঠগড়ায়।

সম্প্রতি স্কুডেট্টো জিতেছে নাপোলি, ক্লাব ও ফুটবলাররা তো বটেই, গোটা শহর এই জয় উৎসর্গ করেছে ম্যারাডোনার জন্য। ম্যারাডোনা প্রয়াত হয়েছেন ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে, বিশ্বব্যাপী ফুটবল সমর্থকদের মধ্যেই ম্যারাডোনার মৃত্যুতে শোক নেমে এসেছিল, তবে দুইটা শহরে ম্যারাডোনার মৃত্যুর পরে প্রশাসনিক শোক নেমে এসেছিল, এক বুয়েনস এইরেস, দুই নেপলসএ। ম্যারাডোনা নেপলসকে ভালোবেসেছেন জীবনভর, নেপলসও সেটা ফিরিয়ে দিয়েছে। এইতো সেদিন শিরোপা জয়ের পর যখন নাপোলির সমর্থকরা আনন্দ মিছিল করছিলেন বিবিসি স্পোর্টের শিরোনামে এসেছিল, আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে।

ম্যারাডোনার সময়টা ছিল ‘অলৌকিক’

৫ই জুলাই, ১৯৮৪, ম্যারাডোনা এই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে নাপোলির ফুটবলার হিসেবে জনসম্মুখে এসেছিলেন, এইদিন নেপলসের ৭০ হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে বসে চিল্লাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমি ম্যারাডোনাকে দেখেছি, আমি ম্যারাডোনাকে দেখেছি।

সাতটি বছর ম্যারাডোনা সেখানে কাটিয়েছিলেন।

নাপোলিকে দ্বিতীয় সারি থেকে বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলোর একটিতে পরিণত করেছিলেন ম্যারাডোনা।

ম্যারাডোনার নাপোলিকে অনেক ফুটবল ইতিহাস লেখকই, ‘ওয়ান ম্যান টিম’ বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সময়টাকে বলেছেন অলৌকিক।

ক্লাবটির ৭০ বছরের ইতিহাসে যা হয়নি ম্যারাডোনা এসেছেন এবং দুটি লিগ শিরোপা এবং ইউরোপিয়ান ট্রফি এনে দিয়েছেন এই শহরে।

এখন ক্লাবটির বয়স ৯৭ এর মতো, ৩৩ বছর পর জিতেছে আরও একটি লিগ শিরোপা। ম্যারাডোনা এই শহরের মানুষের অধিকার নিয়ে এতোটাই সোচ্চার ছিল যে এই শহরের লোক আর্জেন্টিনা বনাম ইতালি ম্যাচে আর্জেন্টিনার সমর্থনে ছিলেন।

সেটাই ছিল ম্যারাডোনার পতনের শুরু। ১৯৯০ সালে ইতালি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ইতালি ও আর্জেন্টিনা, ম্যাচটি হয়েছিল ন্যাপলসে।

ইতালির উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যে বিভেদ ছিল সেটাকে ব্যবহার করে ম্যারাডোনা নেপলসের সমর্থন আর্জেন্টিনার পক্ষে নিয়ে আসেন।

কিন্তু ইতালির বিদায়ের পর বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি সে দেশের মিডিয়া। ম্যারাডোনার প্রতি সমাদর নিমিষেই বদলে গিয়ে সমালোচনায় রূপ নিলো।

গ্যাজেটা ডেলো স্পোর্টে ম্যারাডোনাকে ‘ডেভিল’ বা শয়তান নামে অভিহিত করা হয়েছিল, লা রিপাবলিকায় একটি জরিপ হয়েছিল যেখানে সবচেয়ে ঘৃণিত লোকেদের মধ্যে ম্যারাডোনার নাম এসেছিল এক নম্বরে।

ম্যারাডোনার পতনের শুরুও সেটাই ছিল, এরপর ইতালির ক্লাব বারির বিপক্ষে একটি ম্যাচে কোকেইন নিয়ে ধরা পড়েছিলেন ডোপ টেস্টে, ১৫ মাসের মতো নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি।

১৯৯১ সালে ম্যারাডোনার নাম এসেছিল ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের উল্লেখ করা সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট ক্যামোরার সাথে, তখন আড়ি পেতে শোনা বিভিন্ন ফোনকলে অন্তত আট বার ম্যারডোনার কণ্ঠ শোনা যায় বিভিন্ন মাদক পাচারকারীদের সঙ্গে। ম্যারাডোনার নামের সাথে মাদক পাচারের কোনও অভিযোগ শেষ পর্যন্ত টেকেনি, যদি টিকে যেত প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারতো। ম্যারাডোনা শেষ পর্যন্ত নাপোলি আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে ইতালি ছাড়েন। যাওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন, উত্তরের দলগুলোকে আমরা হারিয়ে দিচ্ছিলাম এবং প্রচলিত সমাজ আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ম্যারাডোনা এই ন্যাপলসের সব রূপ দেখেছেন এবং ন্যাপোলি যখন উৎসবে ভাসছে তখন তিনি জীবন্ত হয়ে উঠেছেন ন্যাপোলিটনদের উদযাপনে, একারণেই ম্যারাডোনা ন্যাপোলির নামের সাথেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন এবং উঠবেন।

যুক্তরাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে ভারত যেভাবে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ অটল বিহারী বাজপেয়ী মাত্র কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও দেখা করলেন নতুন সরকার প্রধানের সঙ্গে। মি. রাও নতুন প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, সব তৈরি। আপনি এগোতে পারেন।

সংসদে আস্থা ভোটে জেতার দিন পনেরোর মধ্যে মি. বাজপেয়ী ডেকে পাঠালেন ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিওর ড. এপিজে আব্দুল কালাম ও আণবিক শক্তি কমিশনের ড. আর চিদাম্বরমকে। নির্দেশ দিলেন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করার।

পরবর্তীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম সেই সময়ে ছিলেন ডিআরডিওর প্রধান ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা। ড. আর চিদাম্বরম ছিলেন আণবিক শক্তি কমিশন এবং আণবিক শক্তি দপ্তরের চেয়ারম্যান। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কেআর নারায়নান ২৬শে এপ্রিল থেকে ১০ই মে পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে সফরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাকে গোপনে জানানো হল তিনি যেন তার সফর কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দেন।

এদিকে আগে থেকেই ড. চিদাম্বরমের মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়ে ছিল ২৭শে এপ্রিল। বিয়ে কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে হয়েছিল, কারণ বিয়েতে কনের বাবা হাজির না হলেই এরকম একটা সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ত যে খুব বড় কিছু হতে চলেছে।

ড. কালাম পরামর্শ দিয়েছিলেন বিস্ফোরণটা বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনেই হোক। ১৯৯৮ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমা পড়েছিল ১১ই মে।

ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার, বার্কএর বিজ্ঞানীদের ২০শে এপ্রিলের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পোখরানে পাঠানো শুরু হল। তাদের কেউ বাড়িতে স্ত্রীদের বলেছিলেন দিল্লিতে যাচ্ছেন, কেউ বলেছিলেন একটা সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন, যেখানে পরবর্তী ২০ দিন টেলিফোনেও যোগাযোগ করা যাবে না। মিশনটাকে পুরোপুরি গোপনীয় রাখতে বিজ্ঞানীরা নিজেদের নাম বদল করে যাত্রা করেছিলেন। কেউই সরাসরি পোখরান যান নি। অনেক ঘুরে ঘুরে তারা পৌঁছেছিলেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর পোখরান টেস্টিং রেঞ্জে।

বার্ক এবং ডিআরডিও থেকে প্রায় ১০০ জন বিজ্ঞানী জড়ো হয়েছিলেন পোখরানে।

সেখানে পৌঁছানোর পর সবাইকে সেনাবাহিনীর পোশাক দেওয়া হয়েছিল। থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ছোট ছোট ঘরে। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ওই ঘরগুলোতে একটাই মাত্র খাট রাখার জায়গা ছিল।

বিজ্ঞানীদের অবশ্য সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ওই ধরনের পোষাক পরতে যে তারা অভ্যস্ত নন।

পরমাণু বোমাগুলির কোড নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্যান্টিন স্টোর্স'। বিস্ফোরণ ঘটানোর সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরে মুম্বাইয়ের একটা ভূগর্ভস্থ ভল্ট থেকে কীভাবে বোমাগুলি পোখরানে আনা হবে, সেটাই ছিল সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ওই ভল্টগুলি ৮০র দশকে বানানো হয়েছিল। প্রতিবছর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন একবার করে খোলা হত ভল্ট। বিজ্ঞানী আর কর্মচারীরা ভল্টের দরজায় পুজো দিতেন। কখনও প্রধানমন্ত্রীরা বার্ক সফরে এলে তাদেরও ভল্ট খুলে বোমাগুলি দেখানো হত । একবার সেনা প্রধান জেনারেল সুন্দরজীকেও ভল্ট খুলে দেখানো হয়েছিল।

টেনিস বলের থেকে কিছুটা বড় আয়তনের ছয়টা প্লুটোনিয়াম বোমা ওই ভল্টে রাখা থাকত।

বলের আকৃতির একেকটা বোমার ওজন ছিল তিন থেকে আট কিলোগ্রাম। সব বোমাগুলি একটা কালো রঙের বাক্সে রাখা হতো। বাক্সটা দেখলে মনে হবে আপেলের বাক্স।

ভেতরে এমনভাবে প্যাকিং করা হয়েছিল বোমাগুলি, যাতে পোখরান নিয়ে যাওয়ার সময়ে কোনভাবে ফেটে না যায়।

নিজেদের নিরাপত্তা কর্মীদের এড়িয়ে কীভাবে ওই বোমাগুলি পোখরানে নিয়ে যাওয়া হবে, সেটাই ছিল বার্কের বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথার কারণ।

শেষমেশ নিরাপত্তা কর্মীদের বলা হয় দক্ষিণ ভারতের অন্য একটা পারমাণবিক পরীক্ষাগারের পাঠানোর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র বার করতে হবে। রাত্রিবেলায় বিশেষ একটা দরজা দিয়ে চারটি সেনা ট্রাক পৌঁছেছিল বার্কের ওই ভল্টে।

মুম্বাইতে মাঝরাতের পরেও প্রচুর যানবাহন চলাচল করতে থাকে। তাই ঠিক হয় যে ট্র্যাফিক জ্যাম থেকে বাঁচতে আর কারও মনে যাতে কোনওরকম সন্দেহের উদ্রেক না হয়, তাই ভোর দুটো থেকে চারটের মধ্যে ট্রাকগুলিকে আনা হবে।

সিনিয়র সাংবাদিক রাজ চেঙ্গাপ্পা তার বই 'ওয়েপন্স অফ পিস, দ্য সিক্রেট স্টোরি অফ ইন্ডিয়াজ কোয়েস্ট টু বি আ নিউক্লিয়ার পাওয়ার'এ লিখেছেন, পয়লা মে ভোররাতে চারটি ট্রাক চুপিসারে

বার্কে পৌঁছেছিল। প্রতিটা ট্রাকে পাঁচজন করে সশস্ত্র সৈন্য ছিল। ট্রাকে আর্মার্ড প্লেট লাগানো ছিল যাতে কোনও বোমা হামলা প্রতিরোধ করা যায়। দুটো কালো বাক্সকে খুব দ্রুত অন্যান্য নানা জিনিসের সঙ্গেই ট্রাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ডিআরডিওর সিনিয়র বিজ্ঞানী উমঙ্গ কাপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, 'হিস্ট্রি ইজ নাও অন দ্য মুভ', ইতিহাসের পথ চলা শুরু হল।

চারটি ট্রাক দ্রুতগতিতে মুম্বাই বিমানবন্দরের দিকে চলতে শুরু করল। যাত্রাপথটা ছিল মাত্রই তিরিশ মিনিটের।

বিমানবন্দরে সব জরুরি ছাড়পত্র নিয়ে রাখা হয়েছিল আগে থেকেই। ট্রাকগুলো সরাসরি রানওয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপেক্ষা করছিল এ এন ৩২ পরিবহন বিমান।

বিমানে মাত্র চারজন সেনাসদস্য ছিলেন। এমন একটা আভাস দেওয়া হয়েছিল যেন ওটা সেনাবাহিনীর একটা রুটিন পরিবহন বিমান। কারও ধারণা ছিল না যে ওই বিমানে যা রাখা ছিল, তা মুম্বাই শহরটাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে।

ভোররাতেই এ এন ৩২ বিমানটি রওনা হয়ে দুঘন্টার মধ্যেই রাজস্থানের

জয়সলমীর বিমানবন্দরে অবতরণ করল।

সেখানেও অপেক্ষা করছিল কয়েকটি ট্রাক।

প্রতিটা ট্রাকেই ছিলেন সশস্ত্র সেনারা। কিন্তু তারা যখন ট্রাক থেকে নামলেন, তখন তাদের হাতে থাকা অস্ত্রগুলো তোয়ালে দিয়ে মুড়ে নিয়েছিলেন। জয়সলমীর বিমানবন্দর থেকে যখন পোখরানের দিকে ট্রাকগুলো রওনা হল, তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে।

রাজ চেঙ্গাপ্পা লিখছেন, পোখরানে পৌঁছনর পরে ট্রাকগুলোকে সরাসরি 'প্রেয়ার হল' বা প্রার্থনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই বোমাগুলি অ্যাসেম্বল করা হয়েছিল। প্লুটোনিয়াম বলগুলো সেখানে পৌঁছনর পরে আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আর চিদাম্বরমের ধড়ে যেন প্রাণ এলো।

তার মনে পড়ছিল প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা। সেবার পারমাণবিক বোমাগুলো নিজে সঙ্গে করে পোখরানে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের কিছুদিন আগেই বার্কএর পরিচালক অনিল কাকোদকরের বাবা মারা যান। শেষকৃত্যের জন্য তাকে পোখরান ছাড়তে হয়, কিন্তু দুদিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসেন।

যেদিন 'কুম্ভকর্ণ' নামের কূপটি খোঁড়া হচ্ছে, একজন সেনা সদস্যের হাতে বিছে কামড়িয়ে দেয়। কিন্তু তিনি টুঁ শব্দটি করেন নি। নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিষক্রিয়ায় হাত ফুলে উঠলে সবার নজরে পড়ে, তাকে চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়।

আবার 'তাজমহল' নামের কূপটি খোঁড়ার সময়ে বুলডোজারের ধাক্কা লাগে একটা বড় পাথরে। মুহূর্তে পাথরটি গড়িয়ে যেতে শুরু করে কূপের মুখের দিকে।

প্রায় ১৫০ মিটার গভীর কূপে পাথরটি পড়ে গেলে ভেতরে থাকা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তার সব নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু একজন সেনা সদস্য ঝাঁপিয়ে পড়েন পাথরটির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসেন। গায়ের সব শক্তি দিয়ে তারা পাথরটাকে আটকে দেন।

তৃতীয় কূপটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'হোয়াইট হাউস'।

একদিন যখন কপিকল দিয়ে কূপের ভেতরে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নামানো হচ্ছিল, তখন বিদ্যুৎ চলে যায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা তাদের সেখানেই আটকে থাকতে হয়। তারা সেই সময়টা জোকস বলে হাসি মস্করা করে কাটিয়েছিলেন।

বারেবারে বিদ্যুৎ বিভ্রাট কাজের সমস্যা তৈরি করছিল। আবার বিদ্যুৎ থাকলেও ভোল্টেজের ওঠা নামার কারণেও কাজে বাধা আসছিল। এতে যন্ত্রপাতি জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল। তাই একটা বড় জেনারেটর আনা হল। তার কোড নাম দেওয়া হয়েছিল 'ফার্ম হাউস'।

পোখরানের আবহাওয়া নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয়েছিল বিজ্ঞানীদের। একরাতে সমানে বাজ পড়তে শুরু করল আর তার সঙ্গে প্রবল ঝড়। বিজ্ঞানীরা তখন সবে 'প্রেয়ার হল' অর্থাৎ যে হল ঘরে পারমানবিক বোমাটা এসেম্বল করা হচ্ছিল, সেখান থেকে নিজেদের থাকার জায়গায় ফিরেছেন।

বিজ্ঞানী এস কে সিক্কা এবং তার দলের সদস্যদের চিন্তা ছিল যে প্রেয়ার হলের ওপরে যদি বাজ পড়ে, তাহলে শুধু যে যন্ত্রপাতির ক্ষতি হতে পারে তা নয়, হঠাৎ করেই বিস্ফোরণও হয়ে যেতে পারে।

'প্রেয়ার হল'এ যাতে কোনভাবে আগুন না লাগে, তার জন্য শীতাতপ যন্ত্রও বসানো হয় নি। গরমের মধ্যে ঘর্মাক্ত কলেবরেই কাজ করতে হত বিজ্ঞানীদের।

সহযোগী কর্মীর সংখ্যাও ইচ্ছে করেই কম রাখা হয়েছিল। তাই মি. সিক্কার মতো সিনিয়র বিজ্ঞানীকেও স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে স্ক্রু টাইট করতে হতো। একদিকে যখন পোখরানে বৈজ্ঞানিকরা কাজ করছেন, তখন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ডেকে পাঠালেন তার অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হাকে। মি. সিন্‌হা তার আত্মকথা 'রেলেন্টলেস'এ লিখেছেন, মি. বাজপেয়ী আমাকে তার অফিসে নয়, বাড়িতে যেতে বললেন। তার শোওয়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ আর অত্যন্ত গোপনীয় কোনও তথ্য দিতে চলেছেন তিনি। আমি বসতেই তিনি বললেন যে ভারত পারমানবিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের কিছু শক্তি হয়তো এজন্য ভারতের ওপরে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেবে, তাই সব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই আমার মনে হল আপনাকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিই, যাতে এরকম পরিস্থিতি এলে আপনি আগে থেকে তৈরি থাকতে পারেন, লিখেছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা।

পোখরানে বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র রাতেই কাজ করছিলেন, যাতে তাদের ওপর দিয়ে উড়তে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহগুলো তাদের দেখতে না পায়।

রাজ চেঙ্গাপ্পা লিখছেন, এক রাতে একটা উপগ্রহ দেখতে পেলেন বিজ্ঞানী কৌশিক। তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি আরও চারটে উপগ্রহ ঘুরতে দেখলেন। বিষয়টি তিনি ডিআরডিওর কর্নেল বি বি শর্মাকে জানালেন, 'স্যার, মনে হচ্ছে ওরা কিছু সন্দেহ করছে, নাহলে এক রাতেই কেন এতগুলো উপগ্রহ ওপরে ঘোরাঘুরি করছে?'। মি. শর্মা বললেন আমাদের আরও সাবধানে কাজ করতে হবে।

১৯৯৫ সালে যখন নরসিমহা রাও পারমানবিক পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটা যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহে ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বিস্ফোরণের পরে কূপগুলি বুজিয়ে ফেলার জন্য প্রচুর পরিমাণে যে বালি জমা করা হয়েছিল, সেই ছবি যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহগুলো পেয়ে যায়। সেখানে বড় সংখ্যায় গাড়ি চলাচলও ধরা পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহে।

১৯৯৮ সালে সিআইএ পোখরানের ওপরেই চারটে উপগ্রহ রেখেছিল, কিন্তু পরীক্ষার কিছুদিন আগে মাত্র একটা উপগ্রহই পোখরানের ওপরে নজরদারি চালাত, সেটাও সকাল ৮টা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত।

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের একদিন আগে উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র একজন বিজ্ঞানী ডিউটিতে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন পরের দিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানাবেন। কিন্তু যখন পরের দিন কর্মকর্তাদের সামনে ওই ছবিগুলি এলো, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দুপুর ৩.৪৫ মিনিট

১১ই মে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের দিন সকালে এপিজে আব্দুল কালাম প্রধানমন্ত্রী আবাসে ফোন করে জানালেন যে বাতাসের গতি বেশ কমে এসেছে, তাই পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ভারতের প্রথম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রকে বেশ নার্ভাস লাগছিল। মি. বাজপেয়ীর সচিব শক্তি সিন্‌হা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিছু জরুরি ফাইল নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন ছিল শক্তি সিন্‌হার জন্মদিন। তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে যারা ফোন করছিলেন, তাদের কলগুলো তিনি ইচ্ছা করেই রিসিভ করছিলেন না।

ওদিকে পোখরানে আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট এসে পৌঁছেছিল।

ঠিক তিনটে ৪৫ মিনিটে মনিটরে লাল আলোর আভা দেখা গেল, আর এক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনটে মনিটরেই চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া আগুনের ছবি দেখা গেল।

হঠাৎই সব মনিটরেই ছবি স্থির হয়ে যায়। তার থেকেই বোঝা গেল যে কূপের ভেতরে বসানো ক্যামেরাগুলি বিস্ফোরণে নষ্ট হয়ে গেছে। ভূগর্ভের তাপমাত্রা এক লাখ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে গিয়েছিল।

'তাজমহল' নামের কূপটি থেকে বিস্ফোরণের ফলে একটা হকি মাঠের সমপরিমাণ বালি উঠে এসেছিল।

সেই সময়ে ডিআরডিওর কর্নেল উমঙ্গ কাপুর একটা হেলিকপ্টারে চেপে নজর রাখছিলেন বিস্ফোরণ স্থলের দিকে। তিনি দেখেছিলেন ধুলোকণার একটা বন্যা যেন মাটি থেকে উঠে আসছে।

আওয়াজ উঠেছিল 'ভারতমাতা কি জয়'

বিজ্ঞানীরা অনুভব করছিলেন যে তাদের পায়ের তলায় মাটি প্রবলভাবে কেঁপে উঠছে। পোখরানে তো বটেই, সারা দেশের সব সিস্মোগ্রাফই ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠেছিল।

বাঙ্কারে অপেক্ষারত বিজ্ঞোনীরা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। বালির পাহাড় একবার উঠে যাওয়া আর আবার ভূপৃষ্ঠে নেমে আসার ওই অসাধারণ দৃশ্য সবাই নিজের চোখে দেখতে চাইছিলেন। নিরাপদ দূরত্বে পাহারায় থাকা সেনা সদস্যরা যখনই ওই বিশাল বালির পাহাড় উঠতে দেখলেন, সবাই 'ভারত মাতা কি জয়' বলে উঠেছিলেন।

বিজ্ঞোনীদের মধ্যেই একজন ছিলেন কে সান্থানম।

তিনি বিবিসিকে বলেছিলেন, ওই দৃশ্যটা দেখে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল।

ড. চিদাম্বরম এপিজে আব্দুল কালামের হাত দুটো খুব জোরে চেপে ধরে বলেছিলেন, আপনাকে বলেছিলাম না যে আমরা ২৪ বছর পরেও আবারও সফল হব!

আর ড. কালামের মুখ থেকে যখন কথা বেরলো, তিনি বললেন, আমরা বিশ্বে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলোর প্রভুত্ব সমাপ্ত করলাম। একশো কোটি মানুষের দেশকে এখন থেকে আর অন্য কেউ বলতে পারবে না যে আমাদের কী করা উচিত। এখন আমরাই ঠিক করব যে আমরা কী করব।

'স্যার, উই হ্যাভ ডান ইট'

ওদিকে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ফোনের পাশেই বসেছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র।

একবার বাজতেই ফোনটা তুলে নিয়েছিলেন তিনি।

এপিজে আব্দুল কালাম কাঁপা গলায় জানালেন, স্যার, উই হ্যাভ ডান ইট, স্যার আমরা পেরেছি।

মি. মিশ্রর উত্তর ছিল, গড ব্লেস ইউ।

অটল বিহারী বাজপেয়ী পরে বলেছিলেন, ওই মুহূর্তটা বর্ণনা করা খুব কঠিন, কিন্তু আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম, একটা পরিপূর্ণতা অনুভব করছিলাম।

মি. বাজপেয়ীর একসময়ের সচিব শক্তি সিন্‌হা তার বই 'বাজপেয়ী, দ্য ইয়ার্স দ্যাট চেঞ্জড ইন্ডিয়া'তে লিখেছেন, বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার চারজন মন্ত্রী - লালকৃষ্ণ আদবানি, জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, যশোবন্ত সিন্‌হা এবং যসবন্ত সিং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ডাইনিং রুমের বড় টেবিলের চারদিকে বসেছিলেন। সোফায় বসে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন মি. বাজপেয়ী। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন না।

মি. সিন্‌হা লিখছেন, ওখানে হাজির সবার চোখে মুখে একটা খুশির ছোঁয়া ছিল। কিন্তু কেউ উচ্ছসিত হন নি বা কেউ কারও পিঠ চাপড়িয়েও দেন নি। কিন্তু আবার প্রত্যেকের চোখেই জলের কণা চিকচিক করছিল।

অনেকক্ষণ বাদে মি. বাজপেয়ীর মুখে হাসি ফুটেছিল। টেনশন মুক্ত হয়ে জোরে হেসে উঠেছিলেন তিনি, লিখেছেন মি. সিন্‌হা।

মি. বাজপেয়ী বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হয়েছিলেন অপেক্ষারত সাংবাদিকদের।

প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে পৌঁছনর কয়েক সেকেন্ড আগে সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা রেখে দেন প্রমোদ মহাজন।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে কী বলা হবে, তার বয়ান অনেক আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলেন যসবন্ত সিং। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাতে একটা সংশোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিবৃতির প্রথম বাক্যটি ছিল এরকম ঃ আমার একটা ছোট ঘোষণা করার আছে।

মি. বাজপেয়ী কলম দিয়ে 'ছোট' শব্দটি কেটে দেন, তারপরে তিনি ঘোষণা করেন, আজ দুপুর তিনটে ৪৫ মিনিটে ভারত তিনটে ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে। সফল এই পরীক্ষায় যারা অংশ নিয়েছিলেন, সেই বিজ্ঞোনী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দুদিন পরে পোখরানের মাটি আবারও কেঁপে উঠেছিল। ভারত আরও দুটো পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

পরের দিন অটল বিহারী বাজপেয়ী ঘোষণা করেন, ভারত এখন পরমাণু অস্ত্রধর দেশ।

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে মোখা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকা (এজেন্সী) : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় থাকা গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড় 'মোখা'য় পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে দুই নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। এটি আজ সকাল ছয়টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ১২২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার। এটি দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকায় সাগর বিক্ষুব্ধ রয়েছে। মোখা 'প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে' বলে ধারণা করছেন আবহাওবিদরা। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়টি টেকনাফ এবং মিয়ানমারের উপকূলে আঘাত হানবে বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আজ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এখন যেভাবে ধাবিত হচ্ছে তা বাংলাদেশের খুলনা এবং ভারতে উড়িষ্যার দিকে।

রাশিয়ার ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাতে ইউক্রেনের আরো সময় দরকার, বলছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

ইউক্রেন (এজেন্সী) : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলছেন, রুশ বাহিনীর ওপর তার দেশের পাল্টা আক্রমণ শুরু করার জন্য আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন কারণ তারা এখনও প্রতিশ্রুত সামরিক সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ধারণা করা হচ্ছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী রাশিয়ার ওপর পাল্টা আক্রমণ শুরু করলে রণক্ষেত্রের ফ্রন্টলাইন বদলে যাবে যা গত কয়েক মাস ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ধারণেও ইউক্রেনের এই আক্রমণ বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউক্রেনের জন্যেও তা হবে কঠিন এক পরীক্ষা। কারণ এর মধ্য দিয়েই প্রমাণ হবে কিয়েভ পশ্চিমা দেশের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদির জন্য অপেক্ষা করছে রণক্ষেত্রে জয়লাভের জন্যে সেগুলো কতোটা কাজ করবে।

কিয়েভের সদরদপ্তরে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি তার যোদ্ধা বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বলেছেন, এজন্য তার সেনাবাহিনীর আরো কিছু জিনিসের প্রয়োজন।

এর মধ্যে রয়েছে সাঁজোয়া যান যেগুলো ধাপে ধাপে এসে পৌঁছচ্ছে।

ইউক্রেনের এসব বাহিনীর কোনো কোনোটিকে নেটো দেশগুলো প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

আমাদের কাছে যা আছে সেগুলো দিয়েই আমরা সামনের দিকে যেতে পারি, এবং আমি মনে করি, আমরা সফল হতে পারবো, ইউরোভিশন নিউজের সদস্য সম্প্রচার মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একথা বলেন মি. জেলেনস্কি।

কিন্তু আমরা অনেক মানুষ হারিয়েছি। আমি মনে করি এটা গ্রহণযোগ্য নয়। সেকারণে আমাদের অপেক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের এখনও আরো কিছু সময় দরকার।

ইউক্রেন কখন ও কোথায় পাল্টা আক্রমণ চালাবে তা গোপন রাখা হয়েছে।

তবে রুশ বাহিনী ইতোমধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় লুহান্সক, দোনেৎস্ক থেকে দক্ষিণের জাপোরিশা ও খেরসন পর্যন্ত ৯০০ মাইল দীর্ঘ ফ্রন্টলাইনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

রাশিয়ার ওপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর কথা বললেও ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ এথেকে খুব বেশি কিছু আশা করার কথা বলছে না।

এমাসের আরো আগের দিকে সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন ইউক্রেনের নেতারা বুঝতে পারছেন যে তাদের সফল হতে হবে কিন্তু তাদের এই আক্রমণকে ১৫ মাস ধরে চলা যুদ্ধের একমাত্র সমাধান বা সিলভার বুলেট হিসেবে দেখা ঠিক হবে না।

তারপরেও প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আস্থা প্রকাশ করেছেন যে তার সামরিক বাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে তবে তিনি ফ্রোজেন কনফ্লিক্টের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

শান্তি চুক্তি বা কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই যখন সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান ঘটে তখন তাকে ফ্রোজেন কনফ্লিক্ট বলা হয়।

তিনি বলেন, রাশিয়া এরকম পরিস্থিতিই চাইছে।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন কিয়েভের এই পাল্টা আক্রমণের ফলাফল যদি হতাশাজনক হয়, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের সামরিক সাহায্য কমিয়ে দিতে পারে, এবং রাশিয়ার সাথে সমঝোতার জন্যে ইউক্রেনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার সাথে একীভূত করার ঘোষণা দেওয়ার পর বর্তমানে দেশটির এক পঞ্চমাংশ এলাকা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। বিশ্লেষকরা বলছেন তখন এসব এলাকা ছাড় দেওয়ার ব্যাপারেও কথাবার্তা হতে পারে।

মি. জেলেনস্কি বলেন, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধারণা আছে। কিন্তু ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্য তারা চাপ দিতে পারবে না। বিশ্বের কোনো একটি দেশ কেন পুতিনের জন্য তার ভূখণ্ড ছেড়ে দেবে?

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী বছরের নির্বাচনে জয়ী হতে না পারলে ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন হারাবে এই ভীতি উড়িয়ে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, ইউক্রেনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উভয় দলেরই সমর্থন আছে। যখন নির্বাচন হয়ে যাবে তখন আমরা কোথায় থাকবো কে জানে। আমার বিশ্বাস এর মধ্যেই আমরা জয়লাভ করবো।

এখন পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। দুটো দেশই বলছে জয়লাভ না করা পর্যন্ত তারা লড়াই অব্যাহত রাখবে।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ইতোমধ্যে ১০-দফার এক শান্তি প্রস্তাব দিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার দখল করা ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া, যুদ্ধের কারণে ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন। মস্কো এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে যেভাবে গুলিবিদ্ধ হলো বাংলাদেশি কিশোর

কলকাতা (এজেন্সী) : বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছে এক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে কড়া প্রতিবাদ জানানো হলেও বিএসএফের পক্ষ থেকে গুলি চালানোর ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। সোমবার সকালে রাজশাহীর গোদাগাড়ীর আষাড়িয়াদহ গ্রামে এই ঘটনা ঘটলেও গুলিবিদ্ধ কিশোরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর ঘটনার বিস্তারিত জানা যায়।

চৌদ্দ বছরের কিশোর আবু ওবায়েদ এখন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গুলিটি তার উরুর মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

কিশোর আবু ওবায়েদের পিতা গোলাম রসুল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে টেলিফোনে বলেছেন, 'সীমান্তের কাছে আমার সাড়ে তিন কানি জমি আছে। সেখানে বোরো ধানের চাষ করেছি। সেদিন আমি গেছিলাম ভুট্টা খেতে, ছেলেকে বলেছিলাম ধান ক্ষেতে শ্যালো মেশিন দিয়ে সেচ দিয়ে কিছু ঘাস কেটে নিয়ে আসতে।'' 'ঘাস কাটতে কাটতে বুঝতে না পেরে ওবায়েদ (সীমান্ত) পিলারের কয়েক ফুট ভেতরে চলে যায়। সেই সময় বিএসএফের এক জওয়ান এসে তাকে ফিরে যেতে বলে। ওবায়েদ ঘাসগুলো বস্তায় ভরে মাথায় তুলে যখন ফিরে আসছিল, সেই সময় হঠাৎ তার পায়ে গুলি করে,'' ছেলের কাছ থেকে ঘটনার বর্ণনা শুনে বলছেন গোলাম রসুল। স্থানীয় লোকজন পরে আবু ওবায়েদকে নিয়ে এসে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে, পরে রাজশাহীতে নিয়ে যায়। সেদিন রাতেই তার পায়ে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আষাড়িয়াদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন, সীমান্ত পিলারের দুই পাশে দেড়শ গজ করে খালি জায়গা থাকে। ভারত তাদের জায়গায় দেড়শ গজ পরে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের অংশে সীমান্ত পিলার পর্যন্ত চাষাবাদ হয়। এরপরে ভারতীয় অংশ পড়ে থাকায় সেখানে বড় বড় ঘাস গড়িয়েছে।

'ছেলেটি ঘাস কাটতে কাটতে ভারতীয় অংশের কয়েক ফুট ভেতরে চলে গেলে তাকে বিএসএফ গুলি করেছে,''তিনি বলছেন।

এর আগে এই সীমান্তে রাতের বেলায় পাচারকারীদের ওপর গুলির ঘটনা ঘটলেও প্রকাশ্যে দিনের বেলায় শুধুমাত্র ঘাস কাটার জন্য কারো গায়ে গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি জানাচ্ছেন। সোমবার এই ঘটনা ঘটলে আবু ওবায়েদের পরিবার পুলিশ বা বিজিবিকে কোন তথ্য জানাননি। কারণ হিসাবে তিনি বলছেন, ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এটা যে অন্যদের জানানো উচিত, তা তিনি বুঝতে পারেননি। রাজশাহীতে বিজিবি-১ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউল ইসলাম মণ্ডল জানিয়েছেন, ঘটনাটি জানার পরেই তারা খোঁজখবর শুরু করেছেন এবং বিএসএফের কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন।

তিনি বলছেন, 'এভাবে অকারণে একটা কিশোরের গায়ে গুলি করা অমানবিক একটা ব্যাপার। হয়তো সে না বুঝে সীমান্ত অতিক্রম করে ফেলেছিল, কিন্তু ফিরেই তো আসছিল। আমরা বিএসএফের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। সেই সঙ্গে পতাকা বৈঠকের জন্যও আমরা তাদের আহ্বান জানিয়েছে। তাদের কাছ থেকে সাড়া পেলে ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক হবে এবং আমরা তাদের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চাইবো।'

তিনি জানাচ্ছেন, এই এলাকায় এভাবে গুলির ঘটনা খুব একটা ঘটেনা।

বাংলাদেশের রাজশাহী সীমান্তের অন্যপাশেই ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা।

গুলির এই ঘটনার বিষয়ে পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

কলকাতা থেকেসংবাদদাতা অমিতাভ ভট্টশালী জানাচ্ছেন, দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলের কর্মকর্তারা তার কাছে দাবি করেছেন, সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলায় এই ধরনের গুলি চালানোর কোন ঘটনা ঘটেনি। তারা যাচাই করে এই তথ্য পেয়েছেন।

বিএসএফের কর্মকর্তাদের দাবি, তাদের প্রতিটা গুলির হিসাব বাহিনীর কাছে থাকে। তাই কোথাও গুলি চললে বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা নিশ্চিতভাবেই সেটি জানতে পারতেন।

বিবিসি সংবাদদাতার কাছে বিএসএফ কর্মকর্তাদের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, অন্য কোন জায়গায় হয়তো দুষ্কৃতকারী বা পাচারকারীদের গুলি খেয়ে থাকতে পারে ওই কিশোর। এখন হয়তো সে এই গল্প বলে থাকতে পারে বলে তারা সন্দেহ করছে। কারণ এই ধরনের ঘটনা আগেও সামনে এসেছে বলে তারা দাবি করেছে।

তবে বাংলাদেশে বিজিবি বলছে, সোমবার সকালে ওই সীমান্তে এক কিশোরের ওপর বিএসএফের পক্ষ থেকে গুলি চালানোর বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে বিএসএফের গুলি চালানো বন্ধে দুই দেশের শীর্ষ কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠকে বহুবার আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু গোলাগুলি বন্ধ হয়নি।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, এই বছরের প্রথম চারমাসে বিএসএফের গুলিতে সীমান্তে পাঁচ জন নিহত আর ছয় জন আহত হয়েছে।

২০২২ সালের বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের গুলি ও নির্যাতনে ২৩ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৫ জন। আর ১১ জন বাংলাদেশিকে অপহরণ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৮ দিনের রিমান্ডে

করাচি : পাকিস্তানের দুর্নীতি বিরোধী বিশেষ আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ৮ দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে। রাজধানী ইসলামাবাদের একটি আদালত কক্ষের বাইরে কর্তৃপক্ষ তাকে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার ও আটক করার একদিন পর খানকে আদালতে হাজির করা হয়। সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে আনা কয়েক ডজন অভিযোগের শুনানিতে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ৭০ বছর বয়সী খানকে আটক করা হয়। খানের আইনজীবীরা দাবি করেছেন যে আধাসামরিক বাহিনী তাকে হেফাজতে নেওয়ার আগে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এরপর তাদের সাথে থাকা দুর্নীতি বিরোধী কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে হস্তান্তর করে।

বুধবার রাজধানীর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এ শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। তার গ্রেফতারের পর ইসলামাবাদ এবং পাকিস্তানের অন্যান্য শহরের রাস্তায় ইমরান খানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সমর্থকরা দ্রুত, ব্যাপক ও সহিংস বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি শহরে সেনা ও আইএসআই স্থাপনার বাইরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত একজন নিহত ও অনেক বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক সদর দপ্তরের বাইরে বিপুল সংখ্যক খান সমর্থক জড়ো হয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, যা পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর দেখা যায়নি। এদিকে লাহোরের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক সামরিক কোর কমান্ডারের বাসভবনে বিক্ষোভকারীদের হামলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে সহায়তা করতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছে। আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ জুড়েও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ ইসলামাবাদ এবং অন্যান্য শহরে ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করেছে। টুইটার, ফেসবুক এবং ইউটিউবসহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেসও বন্ধ করে দিয়েছে। বুধবার পাকিস্তানের স্কুলগুলোও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পিটিআইয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মেহমুদ কুরেশি এক বিবৃতিতে দলের সমর্থকদের শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দলটি ইমরান খানের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ দায়ের করবে।

পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্সের (আইএসআই) একজন জ্যেষ্ঠ জেনারেল তাকে হত্যার পরিকল্পনা করছে বলে ইমরান খান অভিযোগ করার কয়েক ঘণ্টা পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।